সুশাসনে গড়ি সোনার বাংলা

প্রশাসন প্রবাহ

রবিবার ॥ ৫ম বর্ষ ◆ সংখ্যা ০৩ ◆ ১৫ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ◆ ৩১ শ্রাবণ ১৪২৮ বাংলা ◆ ০৫ মুহররম ১৪৪৩ হিজরি ◆ পৃষ্ঠা - ৮ ◆ মূল্য-৫ টাকা

শতবর্ষে জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

মুজিব কিল্লার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক

সারাদেশে একযোগে উদ্বোধনের অংশ হিসেবে ফরিদপুর জেলায় ৫ টি মুজিব কিল্লার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ তথ্য কেন্দ্র উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনলাইনের মাধ্যমে ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

অভূক্তদের জন্য জেলা প্রশাসনের ফুডস্পট

নিজস্ব প্রতিবেদক

কোভিড ১৯ এর প্রাদুর্ভাবে দরিদ্র, দুঃস্থ, ভাসমান, অস্বচ্ছল জনগনের জন্য খাদ্য সহায়তা স্বরূপ ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ফুডস্পট করা হয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ভাঙ্গা রাস্তার মোড়স্থ সারদা সুন্দরী ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

বীরাঙ্গনা আরতি রানীর ঘরে উপহার

প্রবাহ রিপোর্ট

ঘরের সামনের গাছে ঝুলছে মৌসুমি ফল কাঁঠাল। ঘরের ভেতরে ঢুকে টিনের ঘরের অসংখ্য ছিদ্রের ফাঁকে দিনের আকাশ দেখা যাচ্ছে। কষ্টে থাকলেও ভরা হাসিমুখ নিয়ে অভাবের সংসারে বেঁচে আছেন ফরিদপুর জেলার ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

জাতীয় শোক দিবস ॥ জেলা প্রশাসনের নানা কর্মসূচি

বাংলার আকাশ বাতাস নিসর্গ প্রকৃতির অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক

অশ্রুভেজা ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। বাংলার আকাশ বাতাস নিসর্গ প্রকৃতির অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন। পঁচাত্তরের এই দিনে আগস্ট আর প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর রক্ত আর আকাশের মর্মছেঁড়া অশ্রুর প্লাবনে। দিনটি উপলক্ষে ফরিদপুর জেলা প্রশাসন নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সুবেহ সাদিকের সময় যখন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে নিজ বাসভবনে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে বুলেটের বৃষ্টিতে ঘাতকরা শহীদ করে দিয়েছিল, তখন যে বৃষ্টি ঝরছিল, তা যেন ছিল আকাশেরই অশ্রুপাত। ভেজা বাতাস কেঁদেছে সমগ্র বাংলায়। ঘাতকদের উদ্যত সঙ্গিনের সামনে ভীতসন্ত্রস্ত বাংলাদেশ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল শোকে আর অভাবিত ঘটনার আকস্মিতায়। অনির্বাণ সেই শোক বহমান। কাল থেকে কালান্তরে জ্বলবে এ শোকের আগুন। ১৫ আগস্ট শোকার্দ্র বাণী পাঠের দিন, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী। পঁচাত্তরে এই দিন স্ত্রী বেগম শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও ১০ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসের, দুই পুত্রবধু ও এক সহোদর আত্মীয়-পরিজনসহ নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১-এর পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস গণহত্যা ঘটনার সঙ্গে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট মধ্যরাতের এই বর্বর হত্যাকান্ড-ই তুলনীয় হতে পারে যেখানে নারী-শিশুসহ নির্বিচারে একটি বর্বর গণহত্যা চালানো হলো। একাত্তরের গণহত্যা করলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আর পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে গণহত্যা চালালো পাক হানাদারদেরই এদেশীয় দোসর সমর্থক কিছু বিশ্বাস ঘাতক। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনায় আস্থাহীন দেশীয় কিছু রাজনীতিকের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বঙ্গবন্ধু নৃশংসভাবে ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

‘বঙ্গমাতার চেতনা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই নতুন প্রজন্মের দায়িত্বঃ অতুল সরকার’

নিজস্ব প্রতিবেদক

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর চেতনা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে সকলকে পালনের আহবান জানিয়েছেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯১ তম জন্ম বার্ষিকী ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

প্রতিবন্ধী বৃষ্টির মাথায় মানবতার ছাতা

বিশেষ প্রতিবেদক

ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলায় একটি গ্রামও আছে আলফাডাঙ্গা নামে। এ গ্রামেরই একজন অসহায় নারী বেদানা বেগম। প্রায় দেড়যুগ আগে বেদানা বেগমের বিয়ে হয় স্থানীয় চুন্নু শেখের সাথে। বিয়ের পরে তাদের কোল জুড়ে আসে একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান। নাম রাখা হয় বৃষ্টি। আস্তে আস্তে যখন বৃষ্টি বড় হতে থাকে তখন দেখা যায় সে প্রতিবন্ধী। এরই মাঝে বেদানার স্বামী চুন্নু শেখের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। একেবারেই

অসহায় হয়ে পড়ে বেদানা ও তার প্রতিবন্ধী সন্তান বৃষ্টি। কষ্টে দিন কাটতে থাকে তাদের। মা বেদানা আর সন্তান বৃষ্টির কোন থাকার ঘর নেই। যেখানে তাদের আহারের ব্যবস্থা করাই ছিল দুঃসাধ্য সেখানে মাথা গোজার ঠাই একটি ঘর ছিল অসাধ্য। থাকতেন পরের জায়গায়। মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহহীনদের ঘর প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়। বৃষ্টির বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ২

করোনায় অলি গলিতে জোরদার টহল

প্রবাহ রিপোর্ট

কঠোর লকডাউনকালীন জনসমাগম ঠেকাতে ফরিদপুরে অলিতে গলিতে ছিল জোরদার টহল। বিভিন্ন ঘনবসতিপূর্ন এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানের মাধ্যমে নজরদারির পাশাপাশি রাতেও চলেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল। এছাড়া মাস্ক ছাড়া রাস্তায় বের হলে তাদের মাস্ক পড়তে ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ২

অব্যাহত মানবিক সহায়তা প্রদান

ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদক

মহামারী করোনার অতিসংক্রমণ ও জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে অনেক মানুষকে এক জায়গায় জড়ো না করে ফরিদপুর জেলা প্রশাসন ফরিদপুর সদর উপজেলা ও পৌরসভার ০৪ হাজার মানুষের মাঝে তাদের ঘরে ঘরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার পৌঁছে দিয়েছেন। জেলা প্রশাসনের ব্যতিক্রমী এ কাজে এগিয়ে এসেছেন পৌরসভার মেয়র, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরবৃন্দ,এনজিও কর্মী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারসহ বিভিন্ন ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

‘শেখ কামাল জাতির পিতার সাথে মিলে দেশকে এগিয়ে নিয়েছেন’

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেছেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে মিলে দেশকে এগিয়ে নিয়েছেন। তিনি বলেন, জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল ছিলেন নিরহংকারী। জেলা প্রশাসক বলেন শেখ কামাল ছিলেন নিরহংকার মানুষ। তিনি দক্ষ সংগঠকও ছিলেন। যুদ্ধের সময় আমাদের দেশের অনেক কিছু ধ্বংস করা হয়েছিল। যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে তিনি কঠোর প্রচেষ্টা করেছেন। তিনি আমাদের মাঝে থাকলে দেশ আরোও এগিয়ে যেত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

৩৩৩ থেকে ফোন পেয়ে খাদ্য সহায়তা

প্রবাহ রিপোর্ট

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে কর্মহীন হয়ে পড়া ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, ভ্যানচালক, দোকানদার ও অতিদরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা পৌছে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। সরকারি হেল্পলাইন ৩৩৩ এ আবেদন করলে ১৩ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

জেলা প্রশাসনে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি

নিজস্ব প্রতিবেদক

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্মৃতি বিজড়িত ফরিদপুর একটি ঐতিহ্যবাহী জেলা। এবছর মুজিববর্ষে জেলা প্রশাসন, ফরিদপুরের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহে মেমোরিয়াল, স্মৃতি কমপ্লেক্স স্থাপনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর-এ একটি নান্দনিক ও শৈল্পিক কর্মসমৃদ্ধ ‘বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি’ শিরোনামে কার্যালয়ের তৃতীয় তলায় একটি কক্ষ প্রস্তুত করা হয়। ২৩ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বুধবার দুপুরে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি উদ্বোধন করা হয়। জেলা প্রশাসক অতুল সরকার এ গ্যালারির উদ্বোধন করেন। এসময় সাবেক অতিরিক্ত সচিব, লেখক, গবেষক ড. মোহাম্মদ আলী, স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক জনাব আসলাম মোল্লা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব দীপক কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব মোসাঃ তাসলিমা আলীসহ জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণসহ উপস্থিত ছিলেন। গ্যালারিতে ফরিদপুরের ইতিহাস ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত গ্রন্থসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

ফরিদপুরে বর্ণাঢ্য উত্তরণ উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেছেন, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্থানীরা যখন বুঝতে পারল বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের দাবায়ে রাখা যাবে না, তখন তারা এই বাংলাদেশটাকে স্থায়ীভাবে ধ্বংস স্তুপে পরিনত করার জন্য বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু করল। তারা একের পর এক ব্যবসা বানিজ্য-শিল্প কলকারখানা, ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা শুরু করল। এভাবে ভবিষ্যত বাংলাদেশের সকল সম্ভাবনার খাতকে ধ্বংস করে দিল। সেই ধ্বংস স্তুপ থেকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি

স্বাধীনতার মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশকে উদ্ধার করে স্থিতিশীল অবস্থায় এনে উন্নয়নের দিকে ধাবিত করলেন। তার হাত দিয়েই বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে থাকলো। বঙ্গবন্ধুর সেই উন্নয়নের সূচনাকে এগিয়ে নিয়ে দেশকে উন্নয়নের শিখরে পৌছে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফলশ্রুতিতে আজ দেশ শিক্ষা, কৃষি, খাদ্য, যোগযোগ, বিদ্যুৎ, সামাজিক সুরক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। উন্নয়নের ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

সদর উপজেলা প্রশাসনের অভিযান

প্রবাহ রিপোর্ট

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলী ও চলাচলে আরোপিত বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নে বৃষ্টির মধ্যেও লকডাউন নিশ্চিত করতে ফরিদপুর সদর উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক কঠোর অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

১লা জুলাই ২০২১ বৃহস্পতিবার ফরিদপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিভিন্ন মার্কেটসহ, সুপার মার্কেট, আলীপুর মোড়, ভাঙ্গা রাস্তার মোড়, রথখোলা, পূর্বখাবাসপুর, ঝিলটুলী, অনাথের ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

‘প্রজাপতি সমাগমের প্রত্যাশায় সৃজিত হলো তারা উদ্যান’

নিজস্ব প্রতিবেদক

মোহনীয় স্বর্গীয় প্রকৃতির অনিন্দ্য সুন্দর সৃষ্টি প্রজাপতি। রংয়ের বৈচিত্র্য তার পাখায়। পাখায় খেলে রংয়ের খেয়ালিপনা। বাহারি রঙ্গের ফুল, লতাপাতা আর ঝোপঝাড়ে বিচিত্র বর্ণের উড়ন্ত প্রজাপতি মন ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

সুশাসনে গড়ি সোনার বাংলা

শেষ পৃষ্ঠা ❑ রবিবার

প্রশাসন প্রবাহ

৫ম বর্ষ ◆ সংখ্যা ০৩ ◆ ১৫ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ◆ ৩১ শ্রাবণ ১৪২৮ বাংলা ◆ ০৫ মুহররম ১৪৪৩ হিজরি

ভূমি সেবা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক অতুল সরকার

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় জনগণ দ্রুত সেবা পাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

'ভূমি সেবা ডিজিটাল, বদলে যাচ্ছে দিনকাল' মুজিব বর্ষের এই স্লোগানকে সামনে রেখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনানুযায়ী ৬-১০ জুন ভূমি সেবা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন, ফরিদপুর ও তার আওতাধীন সকল উপজেলা প্রশাসন। বর্তমান ভূমি সেবা সপ্তাহের মূল ফোকাস এরিয়া অনলাইনে ২ নং রেজিস্টারে ডাটা এন্ট্রি, সায়রাত মহাল ও নামজারি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি এবং এ লক্ষ্যে সকল ইউনিয়ন/ পৌর ভূমি অফিস এবং ইউডিসিকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

অপার সৌন্দর্যময় মুজিব শতবর্ষ পার্ক উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলায় ০৬ আগস্ট, ২০২১ শুক্রবার বিকেলে অপার সৌন্দর্যময় মুজিব শতবর্ষ পার্ক উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধন করেন ফরিদপুর-১ আসনের এমপি মঞ্জুর হোসেন ও ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান একেএম জাহিদুল হাসান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার তৌহিদ এলাহী, পৌর মেয়র সাইফুর রহমান সাইফারসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও উপজেলার কর্মকর্তারা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে আলফাডাঙ্গা উপজেলায় এটি একমাত্র স্থাপনা। দৃষ্টিনন্দন চোখ ধাধানো রুপের পসরা মেলে ধরেছে এ পার্কটি। আলফাডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের ভেতর এ পার্কটিতে আছে শিশু কিশোর সহ ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

রাতের আঁধারে ত্রাণ নিয়ে বেদে পল্লীতে ইউএনও

প্রবাহ রিপোর্ট

রাতের আঁধারে ত্রাণ নিয়ে বেদে পল্লীতে উপস্থিত হলেন ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জেতী প্রু। ৭ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার রাতে পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের পৌর ভবন সড়কে অবস্থিত বেদে ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

বৃষ্টিভেজা নবজাতককে পৌঁছে দিলেন ডিসি

প্রবাহ রিপোর্ট

করোনা সংক্রমণ রোধে তখন সারাদেশের মতো ফরিদপুরেও চলছে কঠোর বিধিনিষেধ। রিকশা, জরুরি ও পণ্যবাহী গাড়ি ছাড়া সব ধরনের যানবাহন বন্ধ। অ্যাম্বুলেন্সও পাওয়া যাচ্ছিল না। সঙ্গে দিনভর বৃষ্টিও। উপায়ান্তর না পেয়ে সদ্য জন্ম নেয়া শিশুসহ তার মাকে ভ্যানযোগে ফরিদপুরের জেনারেল হাসপাতাল থেকে বৃষ্টিতে ভিজে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে গ্রামের বাড়ি মাগুরায় নিয়ে যাচ্ছিলেন স্বজনরা। খবর পেয়ে ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার শিশুসহ তার পরিবারকে গাড়ি ব্যবস্থা করে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেন। অসুস্থ শিশুটি ফরিদপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি ছিল। ০৫ জুলাই ২০২১ ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

মুক্তির প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হওয়ার প্রেরণাদায়ী মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক

২৬ মার্চ, মুক্তির প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হওয়ার প্রেরণাদায়ী মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। দিনটি উপলক্ষ্যে ফরিদপুর জেলা প্রশাসন দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন করে। সকাল ৬.৪৫ টায় গোয়ালচামট শহীদ স্মৃতিফলকে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব অতুল সরকার। সকাল ৭.০০ টায় একই স্থান হতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পর্যন্ত স্বাধীনতা র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৭.৩০ টায় কোর্ট কম্পাউন্ডের স্বাধীনতা চত্বরে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করছে'

নিজস্ব প্রতিবেদক

১৭ এপ্রিল, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য এইদিন। ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে ফরিদপুরে ভার্চুয়ালি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সকাল ১০ টায় আলোচনা সভা শুরু হয়। আলোচনার বিষয় ছিল ঐতিহাসিক মুজিব নগর দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ।

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষক গোষ্ঠীর ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

ফরিদপুরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব অতুল সরকার। জেলায় এ বছর ৪ জনকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। এতে উপজেলা পর্যায়ে ২ জন ও জেলা ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

মাস্ক না থাকায় যান চালকদের জরিমানা

প্রবাহ রিপোর্ট

মাস্ক না থাকায় যান চালকদের জরিমানা করলেন ভ্রাম্যমান আদালত। ৭ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার দুপুরে ফরিদপুরের সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মাসুম রেজা এ জরিমানা করেন। আদালতকে সেনাবাহিনীর ৯ পদাতিক ডিভিশনের ১১ বীরের সেনা কর্মকর্তা ও আনসার সদস্যগণ ● পৃষ্ঠা ৭: কলাম ২

লকডাউন পর্যবেক্ষণে ডিসি-এসপি

প্রবাহ রিপোর্ট

করোনাভাইরাস প্রতিরোধ ও সংক্রমণ ঠেকাতে চলমান বিধিনিষেধ বাস্তবায়নে ৪ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার ও পুলিশ সুপার মো. আলীমুজ্জামান। এসময় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুকসহ বিজিবি, র‍্যাব, আনসারসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তারা জেলা সদরের ভাঙ্গা রাস্তার মোড়, রাজবাড়ী রাস্তার মোড়সহ শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে লকডাউন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। এর আগে সকালে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সকল ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

গণহত্যা দিবসে জেলা প্রশাসনের আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে ফরিদপুরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া দিবসটিতে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে নিহতদের স্মরণ করে ফরিদপুর জেলা প্রশাসন। সকাল ১০ টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব অতুল সরকার। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) দীপক কুমার রায়। আলোচনা সভায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, বীরমুক্তিযোদ্ধা, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করেন অনিন্দিতা চৌধুরী মৃত্তিকা, মোঃ আল আমিন, দিল আফরোজ শ্রাবণী, মোঃ শামীম। অন্যান্যের মধ্যে ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

শহরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

প্রবাহ রিপোর্ট

ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের সরকারি জমিতে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে ফরিদপুর জেলা প্রশাসন। রবিবার দুপুরে শহরের আলীপুরের বাদামতলী সড়কের মোড়ে খন্দকার হোটেলের পিছনে হাসিবুল হাসান লাভলু সড়কের পাশে অবৈধ ভাবে গড়ে তোলা এসব স্থাপনা ভেঙে দেয়া হয়। এই ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

ভাঙ্গায় অস্থায়ী গরুর হাট উচ্ছেদ

প্রবাহ রিপোর্ট

ভাঙ্গায় করোনাকালীন অবৈধ গরুর হাট বসতে না দেওয়ার পক্ষে কঠোর অবস্থানে ছিল প্রশাসন। ভাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার সজিব আহমেদ অবৈধ গরুর হাট উচ্ছেদ করেন। ১৬ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব অতুল সরকারের সাথে জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। ২৩ জুন, ২০২১ সকাল ১০ টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। অতঃপর ফরিদপুরের অতিরিক্ত ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

সদরপুরে বাল্যবিয়ে আয়োজনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের জরিমানা

প্রবাহ রিপোর্ট

ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার আকোটেরচর ইউনিয়নের গনি বেপারীর ডাঙ্গী গ্রামে বাল্যবিয়ের আয়োজন করার দায়ে জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত। ২৭ জুন ২০২১, রবিবার বিকেলে সদরপুর উপজেলার নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পূরবী গোলদার বাল্যবিয়ের আয়োজনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে বাল্যবিয়ে আয়োজনের অপরাধে ওই সময় কনের পিতা জালাল শিকদারকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ঃ **অতুল সরকার**, জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর

সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ **মোসাঃ তাসলিমা আলী**, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ফরিদপুর। প্রকাশক কর্তৃক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত।

মুজিব কিল্লার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

এ উদ্বোধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। ফরিদপুর অংশে সংযুক্ত ছিলেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। আজ ২৩ মে, ২০২১ খ্রিঃ রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় উদ্বোধন ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কার্যক্রম শুরু হয়। সারা দেশে ঘুর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রসহ ২১৫ টি স্থাপনার উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সকল স্থাপনার মধ্যে ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার নর্থচ্যানেল মৌজায় মুজিব কিল্লা, সদরপুর উপজেলায় খাটারিয়া চর নাছিরপুর মুজিব কিল্লা, ভাঙ্গা উপজেলায় পাতরাইল দিঘির পূর্বপাশে মুজিব কিল্লা, নাছিরাবাদ মুজিব কিল্লা, চরভদ্রাসন উপজেলার চরঝাউকান্দা মুজিব কিল্লার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। একই সাথে জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়।

গণভবন থেকে সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে উদ্বোধন ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ফরিদপুর অংশে জেলা প্রশাসক অতুল সরকারসহ স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) দীপক কুমার রায়, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) আশিক আহমেদ, সহকারী কমিশনার (গোপনীয়) তারেক হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মুজিব কিল্লাগুলো তিনটি টাইপে নির্মিত হবে। একতলা, দুইতলা ও তিনতলা বিশিষ্ট ইমারত নির্মান হবে। একাধিক কক্ষ থাকবে, যা বন্যা কবলিত ও অসহায় গৃহহীন মানুষের ব্যবহার করবে। এছাড়া থাকবে নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা সম্বলিত নলকূপ।

অভুক্তদের জন্য জেলা প্রশাসনের

বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৩ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ দুপুরে জেলা প্রশাসক অতুল সরকারের পক্ষ থেকে ফুডস্পট টি উদ্বোধন করা হয়। উদ্বেধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক দীপক কুমার রায়। আয়োজক ফরিদপুর জেলা প্রশাসন সূত্র জানিয়েছে, করোনার কারনে বিভিন্ন জরুরী কারনে যাদের শহরে আগমন অত্যাবশ্যকীয় হয় অথচ খাবারের কোন সংস্থান নাই; এরকম দরিদ্র, দুঃস্থ, ভাসমান, অস্বচ্ছল জনগনের জন্য এ ফুডস্পট করা হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, সারদা সুন্দরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে ডেকোরেশনের মাধ্যমে টেবিল চেয়ার স্থাপন করে সুন্দর পরিপাটি পরিবেশে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। ওয়ান টাইম প্লেট ও ওয়ান টাইম গাসে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। জেলার ও জেলার বাইরে থেকে নানা জরুরী কারনে যেসব ব্যক্তি এসেছেন তাদের অনেকেই চলার পথে এখান থেকে খেয়ে নিচ্ছেন। প্রথম দিনে খিচুড়ি, সবজি, বিশুদ্ধ পানি খাবার হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে। সূত্র জানায়, করোনাকালীন জেলায় ত্রান সহায়তাসহ অন্যান্য সেবার পাশাপাশি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রতিদিন ফুডস্পটে ৩০০ জনকে খাবার প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে ১ টি স্পটে এ খাবার প্রদান করা হচ্ছে। চাহিদা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় স্পটের সংখ্যা ও প্রদানের সংখ্যা বাড়ানো হবে।

বীরাঙ্গনা আরতি রানীর ঘরে উপহার

ভাঙ্গা উপজেলার বীরাঙ্গনা আরতি রানী ঘোষ। স্থানীয়সূত্রে জানা গেছে, চার ছেলে ও দুই কন্যা সন্তানের মা হলেও অভাবের সংসার ছেড়ে দূরে চলে গেছে তার পাঁচ সন্তান। ছোট ছেলে কৃষ্ণ ঘোষের চায়ের দোকানের আয় ও মুক্তিযোদ্ধার সম্মানি ভাতা দিয়ে কোনোমতে ছিন্ন পাতার ঘরে বাস করেন বীরাঙ্গনা আরতি রানী ঘোষ। করোনার দুঃসময়ে তিনি কষ্টে আছেন এমন খবর পেয়ে ফরিদপুর জেলা প্রশাসক অতুল সরকার তার মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। আরতি রানীর ভাঙা ঘরে উপহার সামগ্রী নিয়ে ৫ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার হাজির হন ভাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আজিম উদ্দিন এবং ভাঙ্গা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজীব আহমেদসহ উপজেলা প্রশাসনের একটি প্রতিনিধি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আজিম উদ্দিন বলেন, আমরা জেলা প্রশাসক অতুল সরকারের নির্দেশে বীরাঙ্গনা দেবী আরতি রানী ঘোষের উপজেলার চান্দ্রা ইউনিয়নের মালিগ্রামের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে উপহার ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছি। উপজেলা প্রশাসন সব সময় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পাশে থাকবে। এ আমাদের মানবিক অঙ্গীকার।

‘বঙ্গমাতার চেতনা ও আদর্শ

উদযাপন উপলক্ষ্যে ৮ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার ডিজিটাল প্লাটফর্মে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহবান জানান।

জেলা প্রশাসক বলেন, বঙ্গমাতা একজন ক্ষণজন্মা নারী। তিনি সার্বক্ষনিক বঙ্গবন্ধুকে অনুপ্রানিত করতেন। বঙ্গবন্ধু জেলখানায় থাকাকালে নীরবে তার দায়িত্ব পালন করতেন বঙ্গমাতা। তিনি বুঝতেন কোন সময় কি করা প্রয়োজন। রাজনীতিসহ তাদের সবকিছু একসাথে আবর্তিত হয়েছে। জেলা প্রশাসক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও তাদের পরিবারের জন্মই হয়েছিল দেশের স্বাধীনতার জন্য-বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই তাদের চেতনা, আদর্শ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব। জেলা প্রশাসক অতুল সরকার এ দায়িত্ব সকলকে নিষ্ঠার সাথে পালনের জন্য আহবান জানান। একই সাথে জেলা প্রশাসক আরো বলেন, বঙ্গমাতা একজন মহীয়সী নারী। এই মহীয়সী নারীর আদর্শ আমাদের সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাকে শ্রদ্ধা করার অর্থই হচ্ছে সকল নারীকে শ্রদ্ধা করা।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) দীপক কুমার রায়ের সঞ্চালনায় জুম অ্যাপস ক্লাউডের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মোঃ আলিমুজ্জামান, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোশার্রফ আলী, জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এ্যাডভোকেট সুবল সাহা, ফরিদপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, সরকারি ইয়াছিন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শীলা রানী মন্ডল, ফরিদপুর জিলা স্কুলের শিক্ষিকা নাসিমা বেগম, সাংবাদিক নির্মলেন্দু চক্রবর্তী শংকর, স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা শওকত আলী জাহিদ, নারী নেত্রী আসমা আক্তার মুক্তা, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক প্রফেসর মোঃ শাহজাহান, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেজভী জামান প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচনায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে শুধু মাত্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী হিসেবে নয়, একজন নীরব দক্ষ সংগঠক হিসেবে যিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বাঙ্গালীর মুক্তি সংগ্রামে ভূমিকা রেখেছেন এবং বঙ্গবন্ধুকে হিমালয় সমপর্যায়ে অধিষ্ঠিত করেছেন, তিনি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধু, বাঙ্গালী ও বাংলাদেশ যেমন একইসূত্রে গাঁথা, তেমনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবও পরস্পর অবিচ্ছেদ্য নাম।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহিয়সী এ নারীর ৯১তম জন্মবার্ষিকীতে ফরিদপুর জেলা প্রশাসন দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও পালন করে। দিবসটি উপলক্ষে সকাল ৮ টায় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক অম্বিকা ময়দানে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রথমে ফরিদপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার খণ্দকার মোশাররফ হোসেনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরে ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার, পুলিশ সুপার মোঃ আলিমুজ্জামন, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট শামসুল হক ভোলা মাস্টার, পৌরমেয়র অমিতাব বোস, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুবল চন্দ্র সাহা, সাধারন সম্পাদক সৈয়দ মাসুদসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এর আগে তাঁর স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দুপুরে দিবসটি উপলক্ষে প্রশিক্ষিত নারীদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

বাংলার আকাশ বাতাস নিসর্গ

শহীদ হন সেই কালরাতে। ১৫ আগস্টের নির্মম সেই হত্যাযজ্ঞে আরও নিহত হন বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার ছেলে আরিফ সেরনিয়াবাত, মেয়ে বেবী সেরনিয়াবাত, শিশু পৌত্র সুকান্ত বাবু, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি, তার অন্তস্বত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, নিকটাত্মীয় শহীদ সেরনিয়াবাত, আবদুল নঈম খান রিন্টু এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন বাঁচাতে ছুটে আসা রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদসহ কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী। জাতি আজ গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে সেসব শহীদকেও। বঙ্গবন্ধুকে দৈহিক ভাবে হত্যা করা হলেও তার মৃত্যু নেই। তিনি চিরঞ্জীব। কেননা একটি জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি তিনিই। যতদিন এ রাষ্ট্র থাকবে, ততদিন অমর তিনি। সমগ্র জাতিকে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় প্রস্তুত করেছিলেন ঔপনিবেশিক শাসক-শোষক পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে। তাই চিরঞ্জীব তিনি এ জাতির চেতনায়। বঙ্গবন্ধু কেবল একজন ব্যক্তি নন, এক মহান আদর্শের নাম। যে আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিল গোটা দেশ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, আর ধর্ম নিরপেক্ষতার দর্শনে দেশের সংবিধানও প্রণয়ন করেছিলেন স্বাধীনতার স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। শোষক আর শোষিতে বিবক্ত সেদিনের বিশ্ববাস্তবতায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন শোষিতের পক্ষে। পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ধারবাহিকতায় বঙ্গগবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক ভাষনে স্বাধীনতার যে ডাক দিয়েছিলেন তা অবিস্মরনীয়। সেদিন তার বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ এই অমর আহবানেই স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল নিপীড়িত কোটি বাঙালি। সেই মন্ত্রপূত ঘোষনায় বাঙালি হয়ে উঠেছিল লড়াকু এ বীরের জাতি। আবার ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালোরাতে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যার পর ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেও বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠেই জাতি শুনেছিল মহান স্বাধীনতার অমর ঘোষনা। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ওই রাতে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডি বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এরপর মহান মুক্তিযদ্ধের নয় মাস তাকে বন্দি থাকতে হয় পাকিস্তানের কারাগারে। তার আহবানেই চলে মুক্তিযুদ্ধ। বন্দিদশায় মৃত্যুর খবর মাথায় ঝুললেও স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ করেননি অকুতভয় এ মহান নেতা। মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাঙালির প্রানপ্রিয় ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। বীরের বেশে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তার স্বপ্নের স্বাধীন বাঙলাদেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। দেশে ফিরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার পাশাপাশি দেশের মানুষকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করেন বঙ্গবন্ধু। দেশ গড়ার এই সংগ্রামে চলার পথে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তার দেশের মানুষ কখনো তার ত্যাগ ও অবদান ভুলে যাবে না। অকৃতজ্ঞ হবে না। নবগঠিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু তাই সরকারি বাসভবনের পরিবর্তে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের সাধারণ বাড়িটিতেই বাস করতেন। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত অপশক্তির ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তারা একেরপর এক চক্রান্তের ফাদ পেতেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর বিপথগামী উচ্চাভিলাষী কয়েকজন সদস্যকে ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যবহার করেছে ওই চক্রান্তেরই বাস্তব রূপ দিতে। এরাই ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটিতে হামলা চালায় গভীর রাতে। হত্যা করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারকে। বিশ্ব ও মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম এই হত্যাকান্ডের মাধ্যমে সেদিন তারা কেবল বঙ্গবন্ধুই নয়, তার সংগে বাঙ্গালির হাজার বছরের প্রত্যাশার অর্জন স্বাধীনতার মহোত্তম আদর্শগুলোকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। মুছে ফেলতে অপপ্রয়াস চালিয়েছিল বাঙ্গালির বীরত্ব গাথার ইতিহাসও। বঙ্গবন্ধুর নৃশংসতম হত্যাকান্ড বাঙ্গালি জাতির জন্য করুন বিয়োগ গাথা হলেও ভয়ংকর ওই হত্যাকান্ডে খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত না করে বরং দীর্ঘ সময় ধরে তাদের আড়াল করার অপচেস্টা হয়েছে। এমনকি খুনিরা পুরস্কৃতও হয়েছে নানাভাবে। হত্যার বিচার ঠেকাতে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল বঙ্গবন্ধুর খুনি মোশতাক সরকার। তবে দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আ্ওয়ামীলীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ উন্মুক্ত করা এবং নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে বিচার সম্পন্ন হয়। জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নানা কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ১ আগস্ট সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শহরের গরুত্বপূর্ণ স্থানসহ সকল সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, স্থানীয় সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবন সমূহে ১৫ আগস্ট উপলক্ষেড্রপ ডাউন ব্যানার স্থাপন। ১০ আগস্ট বেলা ৩.০০ ঘটিকায় বাসায়-নিজ অবস্থান থেকে শিশুদের অংশগ্রহণে (অনলাইনে জমা দিতে হবে) চিত্রাঙ্কন (চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ) এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন। ১৫ আগস্ট সকাল ৮.০০ ঘটিকায় অম্বিকা হল প্রাঙ্গণে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ। সকাল ১০.০০ ঘটিকায় জুম ক্লাউড অ্যাপের মাধ্যমে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনীর উপর আলোচনা সভা এবং চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ (মিটিং আইডি ৩৩৬৩০২৯৯০২, পাস ওয়ার্ড-১)। বাদ জোহর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন শাহ-ফরিদ দরগা জামে মসজিদসহ জেলার সকল মসজিদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের ১৫ আগস্টে নিহত শহীদ সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনায় একশত এক জন আলেম দ্বারা ১০১ (একশত এক) বার পবিত্র কোরআন শরীফ খতম ও বিশেষ মোনাজাত। একই দিন সুবিধামত সময়ে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ফরিদপুর সহ জেলার সকল মন্দির, ব্যাপ্টিষ্ট চার্চসহ সকল গীর্জা, জেলার সকল প্যাগোডাসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনা। শোক দিবস উপলক্ষে ০১ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত মাসব্যাপী সুবিধামত সময়ে স্বাস্থ্য বিধি মেনে জনতা ব্যাংক মোড়, ভাংগা রাস্তার মোড়, টেপাখোলা মোড়সহ শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উন্মুক্তস্থান ও শহরের বিভিণ্ন স্থানে অবস্থিত ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উপর চিরঞ্জিব বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ, ছোটদের বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা শীর্ষক প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন। সকল কর্মসূচিতে জেলার সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক আহবান জানানো হয়েছে।

প্রতিবন্ধী বৃষ্টির মাথায় মানবতার

জেলা প্রশাসকের নজরে আসে। অন্যান্যদের সাথে তাদের জন্যও বরাদ্দ হয় একটি ঘর। ঘর পেয়ে নিদারুন খুশি হয় বৃষ্টি। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার গত ঈদ উল আযহার আগে জেলার পেশাজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার পৌছে দেন। আলফাডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বৃষ্টির জন্যও পৌছে যায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার। স্পষ্ট করে কথা বলতে না পারলেও মানুষের কথা বুঝতে পারে বৃষ্টি। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) অতুল সরকারকে স্বচক্ষে না দেখলেও তার সম্পর্কে একটি সুধারণা বৃষ্টির মনে গেথে যায়। ৬ আগস্ট, ২০২১ শুক্রবার ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের চর কাতলাসুর গ্রামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার স্বপ্ননগরে বাসিমন্দাদের খোজ খবর নিতে ছুটে যান ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। আলফাডাঙ্গা থেকে তার সাথে যোগ দেন ফরিদপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মনজুর হোসেন। বাসিন্দাদের খোজ খেবর নেওয়ার এক পর্যায়ে সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক ও অন্যান্যরা বৃষ্টির আঙ্গিনায় পৌছান। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আগতদের পরিচয় প্রদানের সময় ‘ডিসি’ শব্দটি শুনে খুশিতে হাউমাউ করে উঠেন। মাঝ বারান্দা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দার কিনারে পৌছে জেলা প্রশাসকের কাছে এগিয়ে যায়। এ সময় জেলা প্রশাসক অতুল সরকারও এগিয়ে আসে। খুশিতে হাউমাউ করে বৃষ্টি বারবার তার মাথার উপরে হাত দিয়ে বোঝাতে থাকে জেলা প্রশাসক তার মাথায় ছায়া হয়ে আছে। জেলা প্রশাসক অতুল সরকার এসময় তার মাথায় হাত দিয়ে তার খুশিতে ভাগীদার হয়ে উঠেন। বৃষ্টি বারবার হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার ঘরটি দেখাতে থাকে। প্রতিবন্ধী বৃষ্টির মাথায় মানবতার ছাতা হয়ে থাকা ঘটনাটি সকলের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। অতঃপর সংসদ সদস্য ও জেলা প্রশাসক অন্যান্যরা স্বপননগরে বাসিন্দাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে জীবনযাত্রার খোজখবর নেন। তাদের সাথে কথা বলেন। ঘুরে ঘুরে দেখেন তাদের বসত আঙ্গিনায় রোপিত ফলমূল-সব্জি গাছের সমাহার। খোঁজ নেন বাসিন্দাদের সন্তানদের পড়ালেখার। শিল্প সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাদের আগ্রহী করে তুলতে উদ্যোগের কথা জানান। দেশের উন্নয়নের স্রোতে তাদের শামিল করতে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন সংসদ সদস্য ও জেলা প্রশাসক। পরামর্শ দেন আগামীর উন্নয়নে। অতঃপর স্বপ্ননগর বাসিন্দাদের আয়োজনে একটি মতবিনিময় সভায় যোগদেন আগতরা।

ফরিদপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মনজুর হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লক্ষ্য হচ্ছে দেশের প্রত্যেকটি পরিবারকে তাঁদের বাসস্থানের নিশ্চিত করা। দেশে কেউ গৃহহীন থাকবেনা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আশ্রয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের উপকারভোগীদের দ্বায়িত্ব হচ্ছে তাঁদের সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা। তিনি আশ্রয়ন প্রকল্পের বাসিন্দাদেরকে বাল্যবিয়ে পরিহারসহ সামাজিক উন্নয়নে সচেতন থাকার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, আপনাদের বাসস্থান গড়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই আশ্রয়ের পরিবেশকে সুন্দর রাখতে হবে আপনাদেরই। নইলে এর জন্য আপনাদেরই কষ্ট পোহাতে হবে। এসময় তিনি জেলা প্রশাসক অতুল সরকারকে সাথে নিয়ে আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় জেলা প্রশাসক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং আশ্রয়ন প্রকল্পে বৃক্ষরোপণ করেন।

দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, আশ্রয়ন প্রকল্পে যেসব বাসিন্দা তাঁদের সন্তানদের পড়াশুনার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, যারা পরিবেশের উন্নয়নে ভুমিকা রাখবেন তাঁদেরকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। এছাড়া তিনি সেখানকার নারীদের সমিতি গড়ে বিভিন্নভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠার পরামর্শ দেন। আলফাডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম জাহিদুল হাসান জাহিদ, থানার অফিসার ইনচার্জ মো. ওহিদুজ্জামান, পৌর মেয়র সাইফুর রহমান সাইফার, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শেখ দেলোয়ার হোসেন, ইউপি চেয়ারম্যান আহাদুল হাসান আহাদ বক্তব্য দেন। ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সাইফুল কবির ও ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি কবিরুল ইসলাম সিদ্দিকী এসময় উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আলফাডাঙ্গার ‘স্বপ্ননগর’ নামের এই আশ্রয়ন প্রকল্পে বাসিন্দাদের জন্য স্কুল, খেলার মাঠ, ইকো পার্ক, মসজিদ, ঈদগাহ, মন্দির, কবরস্থান, শ্মশান, প্রস্তাবিত কমিউনিটি ক্লিনিক, হাট, ৩৮টি নলকুপ স্থাপন করা হচ্ছে।

করোনায় অলি গলিতে জোরদার

বাধ্য করা হয়েছে। ফরিদপুরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা বিষয়ক পর্যালোচনাসভার আলোকে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ০৪ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক অতুল সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় আলোচনায় অংশ নেন ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মো. আলিমুজ্জামান, ফরিদপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার তানজিব জুবায়ের, ফরিদপুর র?্যাব-৮ এর অধিনায়ক মেজর মো. আব্দুর রহমান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার মেজর ইমরুল কায়েস, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)এর সুবেদার মো. মীর মানিক হোসেন, এনএসআই এর যুগ্ম পরিচালক মো. শহীদুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মো. তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাসুম রেজা প্রমুখ।

সভায় জানানো হয়, কাঁচা বাজার দুপুর ১২ টার পর্যন্ত চলছে। কিন্তু বিকেল পাঁচটার পর পুলিশের কার্যক্রম কম হওয়ায় তখন কিছু লোক অলিতে গলিতে আড্ডা দেওয়া শুরু করে। এজন্য সন্ধ্যার পরে প্রশাসনের কাজ করা দরকার। ত্রাণ দিতে সমন্বয় প্রয়োজন। এছাড়া বিভিন্ন এনজিও ঋনের কিস্তি আদায় বন্ধ রাখতে হবে। সভায় আরও জানানো হয়, পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রয়েছে। যারা সমস্যায় আছেন হট লাইন বা ৩৩৩ তে যোগাযোগ করলে তাদের বাড়িতে খাদ্য দ্রব্য পৌছে দেওয়া হবে। এছাড়া সভায় কেউ কোন প্রকার গুজব ফেসবুক বা কোন জায়গায় লকডাউন বিরোধী অপপ্রচার করলে প্রশাসনকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। লকডাউনে কেউ যেন বিনা কারণে বের না হয় সে জন্য শহরে ২৯ টি পয়েন্টে পুলিশের চেকপোস্ট রয়েছে এবং ১২টি ভ্রাম্যমান টিম রয়েছে। তাছাড়া জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে কর্মরত ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারাও বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করছেন।

ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল মাননীয়

পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী ও সরকারি কর্মকর্তাগণ।

বর্ধিত পৌরসভার মোট ২৭ টি ওয়ার্ড থেকে সর্বাধিক দুস্থ ও অসহায় বিইভন্ন শ্রেণি পেশার ২ হাজার ৮০০ জন এবং সদর উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ১ হাজার ২০০ জন সহ মোট ০৪ হাজার জনের মাঝে এই ঈদ উপহার “মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি সম্বলিত মানবিক সহায়তা কার্ডচ এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ১০ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে উপকারভোগীদের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ঈদ উপহার এর প্রতিটি বস্তায় রয়েছে চাল ১০ কেজি, আলু ৫ কেজি, চিনি ০১ কেজি, সেমাই আধা কেজি, ডাল ০১ কেজি, দুধ ১ লিটার। জেলা সদরের অনুরূপ এই কার্যক্রম জেলা প্রশাসক জনাব অতুল সরকারের নির্দেশক্রমে ফরিদপুরের অন্যান্য সকল উপজেলাতেও গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও মাসব্যাপী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে প্রতিদিন দুস্থদের মাঝে ইফতার বিতরণ, নির্বাচিত দুস্থ ও হতদরিদ্রদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে মোট ৪৩ হাজার মানুষের মাঝে প্রতিজনকে ২ হাজার ৫শত টাকা, ভিজিএফ হিসেবে সমগ্র ফরিদপুর জেলায় ১ লক্ষ ৬ হাজার ৮৮১ জনের প্রতিজনকে ৪৫০ টাকা করে প্রদান, ৫০০ টাকা করে জেলার ৮১ টি ইউনিয়নে প

অপার সৌন্দর্যময় মুজিব শতবর্ষ

সকল বয়সীদের জন্য জন্য নানা আয়োজন। দেশের অন্যতম বড় দুটি রঙ্গীন পানির ফোয়ারা পার্কের প্রধান আকর্ষণ। আছে শিশুদের জন্য স্পেশাল খেলাধুলা ও রাইডের আয়োজন নিয়ে আলাদা কিডস জোন। রয়েছে বাঘ সিংহ হরিণ ক্যাঙ্গারু ডাইনোসরসহ নানা ধরণের প্রাণির প্রতিকৃতি। ওপেন জিমনেসিয়াম এ ব্যায়াম করতে পারবেন ইচ্ছেমত। আছে হাটা ও জগিং এর জন্য স্পেশাল রানিং ট্র্যাক, রয়েছে ব্যাডমিন্টন কোর্ট। নানা দেশি বিদেশি ফুল ফল গাছে সজ্জিত পুকুর পাড়ের বেঞ্চিতে প্রিয়জনকে নিয়ে বসে কাটিয়ে দিতে পারেন ঘন্টার পর ঘন্টা। পুকুরের শান্ত জলে বোটিং করে আলাদা অনুভূতি পেতে পারেন সহজেই। মুজিব শতবর্ষ পার্কের সৌন্দর্য পুরোটাই উপভোগ করতে আসতে হবে সন্ধ্যার পর। এর মোহনীয় ও অনন্য আলোকসজ্জা চোখ ধাধিয়ে দেবে আপনার। অনুভব করতে পারবেন একটি উন্নত নগরীর পরিচ্ছন্ন রুপ। রাজধানী হতে অনেক দূরে ছোট্ট এ উপজেলায় বসে পাবেন উন্নত শহরের মত গড়ে উঠা পরিকল্পিত এ পার্কটিতে পরিপূর্ণ বিনোদন। ফরিদপুর -১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মনজুর হোসেনের পৃষ্ঠপোষকতায় ও ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকারের নির্দেশনায় গড়ে উঠা এ পার্কটিকে জাতীয় মানে উন্নত করার জন্য উপজেলা পরিষদ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা প্রশাসক পার্কটির শুভ উদবোধন করেন।

শীঘ্রই আসছে ফুডকোর্ট, পার্টি সেন্টার, জিম্নেসিয়াম, রিসোর্ট, হ্যালিপ্যাড, পিকনিক জোন, ও ১ কিলোমিটার দৈর্ঘের রানিং ট্র্যাক। বর্তমান ৫ একর জুড়ে এ পার্কটিকে ছড়িয়ে দেয়া হবে পরিষদের ২২ একর জুড়েই।

পরিবার ও প্রিয়জন নিয়ে সুস্থ ও নির্মল বিনোদন উপভোগ করার নিমিত্ত মুজিব শতবর্ষ পার্ক, আলফাডাঙ্গা ভ্রমণের জন্য উপজেলা পরিষদ আলফাডাঙ্গার পক্ষ হতে সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে উদ্বোধনী দিনে। বিকেল ৪ টা হতে রাত ৮টা পর্যন্ত এ পার্কটি সকলের জন্য খোলা থাকবে।

বৃষ্টিভেজা নবজাতককে পৌঁছে

খ্রিস্টাব্দ, সোমবার দুপুরের পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান শিশুটিসহ তার মা। পরে বৃষ্টিতে ভিজে শিশুটিসহ মাকে নিয়ে নিজে ভ্যান চালিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হন শিশুটির নানা সৈয়দ ফায়েক আলী। বিষয়টি জানতে পারেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। তার সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্বেচ্ছাসেবক লীগের কুইক রেসপন্স টিমের গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। অক্সিজেনসহ গাড়িতে করে নবজাতকসহ পরিবারটিকে মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর থানার বালিদিয়ায় নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এ সময় পরিবারের অনুমতিতে গাড়ির ভেতরেই নবজাতক শিশুটির নাম রাখা হয় 'মোহাইমিনুল ইসলাম শুভ'। শুভর নানা সৈয়দ ফায়েক আলী বলেন, পরিবারের নতুন সদস্য নাতি বাড়ি নিতে হবে। কিন্তু যানবাহন সবইতো বন্ধ। কি আর করার। তাই নিজে ভ্যান চালিয়ে রওনা করেছিলাম। ডিসি স্যার জানতে পেরে গাড়ি পাঠিয়ে সবাইকে বাড়িতে পৌঁছে দেন। সঙ্গে আবার পুলিশও দেন। মনে হচ্ছে আমার নাতিটি ভাগ্যবান। শুভ লক্ষণ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে, এজন্য তার নাম রাখা হয়েছে শুভ।' এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, খবর পেয়ে তাদের বাড়ি পৌঁছে দেয়া হয়েছে। পথে যাতে তাদের কোনো সমস্যা না হয়, এজন্য পুলিশের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

রাতের আঁধারে ত্রাণ নিয়ে

পল্লীতে রাতে অভুক্ত বেদে পরিবারগুলোর মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেন। করোনা মহামারীর মধ্যে বেদে পরিবার গুলো কর্মহীন হয়ে অর্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করছিল। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জেতী প্রু সংবাদ পেয়ে রাতেই ছুঁটে যান বেদে পল্লীতে। এসময় প্রতিটি বেদে পরিবারের মাঝে ১০ কেজি চাল, ৫ কেজি আলু, ১ কেজি মুশুর ডাল ও এক লিটার সয়াবিন তেল প্রদান করেন। এ সময় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমকর্তা ইকবাল কবির, আরডিও তাপস সাকারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায়

এবং ডাটা এন্ট্রি ও রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প স্থাপন করা। এখন যেকোন নাগরিক অনলাইনে ভিজিট করে অনলাইনে নিবন্ধন ও ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করতে পারবে। ফরিদপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে ৬ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জেলার সাংবাদিকবৃন্দ এবং সকল ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সভা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ভূমি সেবা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে স্থাপিত অনলাইন ডাটা এন্ট্রি ও রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প পরিদর্শন, জনসাধারণের মাঝে লিফলেট বিতরণ এবং ফেস্টুন উড়িয়ে সপ্তাহব্যাপি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। এ সময় জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমি ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আননয়নে গুরত্বারোপ করেছেন। এজন্যই ভূমি সেবায় ডিজিটাল সিস্টেম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আমাদের স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত ভূমি সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করতে হবে। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় জনগণ দ্রুত সেবা পাবে। জেলা প্রশাসক অতুল সরকারের নির্দেশনায় ফরিদপুর সদর উপজেলা প্রশাসন সপ্তাহব্যাপি কার্যক্রমের এক রূপরেখা প্রণয়ন করেছে যার মধ্যে রয়েছে প্রতিদিন একযোগে উপজেলা নির্বাহী কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস এবং প্রতিটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে অফিস চলাকালীন ভূমি মালিকদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম চলমান রাখা, উপজেলা ভূমি অফিসসহ সকল ইউনিয়ন ভূমি অফিসে স্বাভাবিকভাবে ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা চলমান রাখা, প্রতিটি ইউনিয়নে জনসচেতনতায় মাইকিং, রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত টিভিসি বিভিন্ন প্লাটফরমে প্রচার এবং সমস্ত উপজেলায় জনসাধারণের মাঝে প্রায় ৩০ হাজার লিফলেট বিতরণ করা। এছাড়া জেলা পর্যায়ে অনূরূপ সেবার পাশাপাশি নিষ্পত্তিকৃত এল এ কেইসের চেক প্রদান এবং খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি প্রাপ্তির আবেদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।

ফরিদপুর জেলার প্রতিটি উপজেলাতেই একযোগে এই কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। ভূমি সেবার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিগত কয়েক বছরে অনলাইনভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়তে বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণের দোড়গোড়ায় অনলাইনভিত্তিক ভূমি সেবা পৌছে দেয়া হচ্ছে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফরম থেকে। চলমান ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার আইন সমূহের মধ্যে ই-নামজারি, হাতের মুঠোয় খতিয়ান, ডিজিটাল রেকর্ড রুম, অনলাইনে ভূমিকর, নামজারি-নিবন্ধন কার্যক্রম সমন্বয়ে ডিজিটাল ব্যবস্থা, অনলাইনে ভূমির মামলা তদারকি, ভিডিও কনফারেন্সে মামলার শুনানি, ভূমিসেবা হটলাইন (১৬১২২), ভূমির শ্রেণি ১ হাজার ১২৪ টি থেকে কমিয়ে ১৬ টি করা এবং ডিজিটাল ভূমি জোনিং উল্লেখযোগ্য। ভূমি ব্যবস্থাপনায় নতুন দিনের এ যাত্রায় এক নিষ্ঠাবান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৈনিক জেলা প্রশাসন, ফরিদপুর। আধুনিক এই ভূমি ব্যবস্থাপনায় এ জেলায় সকল নাগরিকের সক্রিয় সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হচ্ছে। আমাদের সকলের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের স্বাচ্ছন্দময় সেবা নিশ্চিত করা।

'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান

বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামের যে পথ চলা শুরু হয়, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। জনমত সৃষ্টি, শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনা ও যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণে মুজিবনগর সরকার যে ভূমিকা পালন করেছে তা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবগাথার স্বাক্ষর হয়ে থাকবে। তিনি আরো বলেন, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখি-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করছে। দিবসের উপর বিশেষভাবে তথ্য উপস্থাপন করেন সভার সভাপতি ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক দীপক রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন পুলিশ সুপার মোঃ আলীমুজ্জামান, জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সুবল সাহা, ফরিদপুর পৌর মেয়র অমিতাব বোস, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোশার্রফ আলী, বীরমুক্তিযোদ্ধা আবুল ফয়েজ শাহনেওয়াজ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি শওকত আলী জাহিদ, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেজভী জামান, রাসিনের নির্বাহী পরিচালক আসমা আক্তার মুক্তা প্রমুখ। উল্লেখ্য মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের এই দিনে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। পরে বৈদ্যনাথতলাকে মুজিবনগর হিসেবে নামকরণ করা হয়। মুজিবনগর সরকারের সফল নেতৃত্বে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বিগত বছরগুলোতে নানা আয়োজনে দিবসটি পালিত হলেও গত বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও দিবসটি এসেছে করোনা প্রভাবের মধ্যে। এ কারণে এবার স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে মুজিবনগর দিবস পালনের করা হয়।

ফরিদপুরে জাতীয় শুদ্ধাচার

পর্যায়ে ২ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ফরিদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীনস্ত আলফাডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব তৌহিদ এলাহী, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর জনাব তানিয়া আক্তার, কার্যালয়ের সাধারণ শাখার প্রধান সহকারী জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন ও বোয়ালমারী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে কর্মরত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব আফিস ফুহাদ লিংকনকে এবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আজ ২৩ জুন, ২০২১ সকাল সাড়ে ১০ টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। অন্যান্যের মধ্যে স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক জনাব আসলাম মোল্লা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব দীপক কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব মোসাঃ তাসলিমা আলীসহ জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণসহ কার্যালয়ের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ফরিদপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ মাসুম রেজা।

মুক্তির প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হওয়ার

নিহত শহীদদের প্রতীকী গনকবর জিয়ারত ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। সকাল ৮.০০ টায় শেখ জামাল স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসক কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সালাম গ্রহণ এবং পুলিশ আনসার ভিডিপিসহ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিএনসিসি, রোভার স্কাউট দল এবং কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সমাবেশ (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক সীমিত আকারে) কুচকাওয়াজ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও ডিসপ্লে প্রদর্শন হয়। এর আগে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে পুলিশ লাইনস এ ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, ব্যক্তি মালিকানাধীন ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ১১ টায় কবি জসীম উদদীন হলে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জোহর এবং সুবিধাজনক সময়ে সকল মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া মাহফিল ও বিশেষ প্রার্থনা, দুপুর ২ টায় হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, শিশু পরিবার, সামাজিক প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র, মুক ও বধির বিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন, বিকেল ৪ টায় শেখ জামাল স্টেডিয়ামে প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতা- জেলা প্রশাসন বনাম ফরিদপুর পৌরসভা দল, সুবিধাজনক সময়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ বাদক দল কর্তৃক বাদ্যযন্ত্র পরিবেশন, দিনব্যাপী বিভিন্ন সিনেমা হল ও শহরের গুরুত্বপূর্ণ উন্মুক্তস্থানে বিনা টিকিটে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমা ও প্রামান্য চলচিত্র প্রদর্শন, সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মুজিববর্ষ মঞ্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

মাস্ক না থাকায় যান চালকদের

সহায়তা করেন। জেলা শহরের ভাঙ্গা রাস্তার মোড় ও টেপাখালার মোড়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে চলাচলরতদের মাঝ মাস্ক বিতরণ করা হয়। শহরের রাজেন্দ্র কলেজের মাঠের সামনের সড়কে স্থাপিত অস্থায়ী কাঁচা বাজারে সচেতনামুলক প্রচারণা চালানো হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মাসুম রেজা হ্যান্ডমাইকে সকলকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে বাজার পরিচালনার আহ্বান জানান।

গণহত্যা দিবসে জেলা প্রশাসনের

বক্তব্য প্রদান করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল পাশা, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোশার্রফ আলী, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেজভী জামান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থার আবু সুফিয়ান চৌধুরী কুশল, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিষ্ণু পদ ঘোষাল, জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগ সভাপতি শওকত আলী জাহিদ, শিক্ষক শেখ জামাল প্রমুখ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা। সভাটি উপস্থাপনা করেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন।

এদিকে বিকেল ৪ টায় কবি জসীম উদদীন হলে গণহত্যার উপর দূর্লভ আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়। এছাড়া সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় শহীদদের স্মরণে স্বাধীনতা চত্ত্বরে প্রতীকী গণকবরে আলোক প্রজ্জ্বলন ও সন্ধ্যা ৭ টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মুজিববর্ষ মঞ্চে গণহত্যা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর গীতিনাট্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। রাত ৯ টা থেকে ৯ টা ১ মিনিট পর্যন্ত সারা দেশের ন্যায় জেলায় প্রতীকী ব্ল্যাক আউট হয়। উল্লেখ্য ২৫ মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে এক বিভীষিকাময় বেদনাবিধুর রাত। ১৯৭১ সালের আজকের রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র, নিরপরাধ ও ঘুমন্ত সাধারণ বাঙালির ওপর যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক ঘৃণ্যতম গণহত্যার নজির হয়ে আছে। বর্বর হত্যাযজ্ঞের এ দিনটি ২০১৭ সাল থেকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

শহরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

উচ্ছেদ অভিযানের নেতৃত্ব দেন ফরিদপুর সদর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) মুহাম্মদ আল আমিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভূমি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। উচ্ছেদ অভিযানে ব্যাটালিয়ন আনসার বাহিনীর সদস্যরা সহযোগিতা করেন। এ বিষয়ে সদর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) মুহাম্মদ আল আমিন বলেন, যে সকল সরকারি জমিতে অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তা ক্রমান্বয়ে উচ্ছেদ করা হবে। জেলা প্রশাসক অতুল সরকার স্যারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা এ অভিযান পরিচালনা করছি। এই জায়গায় যে স্থাপনাগুলো আমরা ভেঙ্গে দিয়েছি, তাদেরকে পুর্বে এগুলো সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা সে কথায় কর্নপাত করেনি, তাই আমরা বাধ্য হয়ে এ স্থাপনাগুলো ভেঙ্গে দিয়েছি। এছাড়া পাশে দুটো দোকানঘর তৈরি করার জন্য মাটি ভারাট চলছিলো সেগুলোও বন্ধ করে দিয়েছি। অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে আমাদের এ অভিযান চলতেই থাকবে।

সদরপুরে বাল্যবিয়ে আয়োজনে

দিবে না এই মর্মে মুচলেকা নেয় আদালত। বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন-২০১৭ সালের ৭ এর ৮ধারায় কনের পিতাকে এ জরিমানা করে আদালত। জানা গেছে, সদরপুর উপজেলার আকোটেরচর ইউনিয়নের করিম শেখের ডাঙ্গী গ্রামের শেখ জালালের পুত্র প্রবাসী মুকুল (২৫)এর সহিত একই ইউনিয়নের গনি বেপারীর ডাঙ্গী গ্রামের জালাল শিকদারের কন্যা সাবিনা আক্তার (১৫) এর সাথে বিবাহের আয়োজন করছিলো।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব মোসাঃ তাসলিমা আলীর সাথে জেলার সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উভয় চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ফরিদপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ মাসুম রেজা। এসময় অন্যান্যের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব দীপক কুমার রায়সহ জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণসহ কার্যালয়ের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

লকডাউন পর্যবেক্ষণে ডিসি-এসপি

দপ্তরের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, স্কাউটস ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সার্বিক পর্যলোচনা সভা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

ভাঙ্গায় অস্থায়ী গরুর হাট

শুক্রবার বিকালে উপজেলার কালামৃধা ইউনিয়নের রায়নগর মোড়ায় অবৈধ্য গরুর হাট বসায় উচ্ছেদ করা হয়। এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার সজিব আহমেদ সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করেন। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার সজিব আহমেদ বলেন, করোনাকালীন উপজেলার প্রতিটা পশুর হাট ঘুরে দেখছি যেন সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে। এরই ধারাবাহিকতায় আজিমনগর ইউনিয়নের রায়নগর মোড়ায় অবৈধ গরুর হাট উচ্ছেদ করা হয়। এই গরুর হাটটি সরকারি ভাবে ইজারাকৃত তালিকাভূক্ত ছিল না।

'শেখ কামাল জাতির পিতার

শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর ৭২ তম জন্মবার্ষিকীতে ফরিদপুরের জেলা প্রশাসন আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক একথা বলেন। জেলা প্রশাসক আরো বলেন, শেখ কামাল আজ বেঁচে থাকলে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ হতেন, এখন ৭২ বছর বয়সে পৌছতেন। ০৫ আগস্ট, ২০২১ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় জুম ক্লাউড অ্যাপসের মাধ্যমে আলোচনা সভা শুরু হয়। এতে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য প্রদান করেন ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মোঃ আলিমুজ্জামান, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোশার্রফ আলী, সরকারি ইয়াছিন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শীলা রানী মন্ডল, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক প্রফেসর মোঃ শাহজাহান, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেজভী জামান, জেলা শিক্ষা অফিসার বিষ্ণু পদ ঘোষাল, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক খান মোঃ নাইম, জেলা আওয়ামীলীগ নেত্রী আইভি মাসুদ, ফরিদপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, নারী নেত্রী-রাসিনের নির্বাহী পরিচালক আসমা আক্তার মুক্তা, স্পোকেন ইংলিশ টিচার মিসেস ডন প্রমুখ। এর আগে সকাল ৮ টায় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক অম্বিকা ময়দান চত্ত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর ৭২ তম জন্মবার্ষিকীতে জনাব অতুল সরকারসহ প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

ফরিদপুরে বর্ণাঢ্য উত্তরণ উৎসব

ছোয়া লেগেছে দেশের প্রত্যেকটি খাতে। জেলা প্রশাসক আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর অনুসারী সেই সব দেশ প্রেমিক শহীদদের রক্তেই আমাদের আজকের এই উন্নয়নের বীজ রোপিত ছিল। শনিবার, ২৭ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ এক অনন্য অর্জন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী "স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ" শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

জেলা প্রশাসক বলেন, স্বাধীনতার অর্জনের পর এক কুচক্রি মহল ভেবেছিলো দেশ ভেঙ্গে পড়বে। সেটা সম্ভব হয়নি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশপ্রেমের কারনে। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে একটি স্থিতিশীল জায়গায় নিয়ে এসেছিলেন। তবে আজও সেই কুচক্রি মহল রয়ে গেছে। তারপরও বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের বিস্ময়। আজ আমরা যে পরিমান মানুষকে সুরক্ষা দিয়ে আসছি পৃথিবীর অনেক দেশে সে পরিমান জনসংখ্যাও নেই। আজ এদেশের প্রায় ২০ কোটি মানুষের মধ্যে ৬ কোটি মানুষ সুরক্ষা সুবিধা পাচ্ছে। করোনাকালীন সময়েও এদেশের একটি মানুষ না খেয়ে থাকেনি। আজ এদেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, শিক্ষার হার বেড়েছে, দারিদ্রতার হার কমেছে ও এমন কোনো সেক্টর নেই যেখানে উন্নয়নের ছোয়া লাগেনি। বাংলাদেশ যেভাবে উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে আগামী কয়েক বছরে সব সেক্টরে বাংলাদেশ এক নম্বরে যাবে। ফরিদপুরে কর্মরত সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা পেয়েছি, আর কেউ পাবে না। সে মোতাবেক আমাদের কাজ হবে। সেবা প্রত্যাশীদের সম্মানজনক সেবা দিতে হবে, তাদের বুঝাতে হবে। সম্ভব হলে তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করে দিবেন। আজকের এই দিনে আমাদের অঙ্গিকার হোক, আমরা যেন সঠিকভাবে সেবা দিতে পারি। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) দীপক কুমার রায় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সালাহ উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল পাশা, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোশাররফ আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক মোল্যা, জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা মোঃ মনিরুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তরের উপ-পরিচালক ড. মোঃ হযরত আলী, প্রাণী সম্পাদ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড.নুরুল্লা মোঃ আহসান, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার আবুল হাসান প্রমুখ। সভায় পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেজভী জামান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মাসুম রেজা। এ সময় ফরিদপুরের সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে জেলা প্রশাসক অতুল সরকার সহ অতিথিবৃন্দ উত্তরণ উৎসবের প্রতিটি স্টল পরিদর্শন করেন। এ উত্তরণ উৎসবে জেলার ৫০ টি প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম নিয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং আগত দর্শনার্থীদের মাঝে উন্নয়নের চিত্রি তুলে ধরেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক অম্বিকা ময়দানে বেলা সাড়ে ১০ টায় বেলুন উড়িয়ে আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। এ উপলক্ষে একই মেয়দানে ২ দিন ব্যাপী উত্তরণ মেলা হয়। দুই দিন ব্যাপী উৎসবটি ২৮মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার রাতে সমাপ্ত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) দীপক কুমার রায়ের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কাজী গোলাম মোস্তফা, রাসিনের নির্বাহী পরিচালক আসমা আক্তার মুক্তা, ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুতের জিএম আবুল হাসান, জেলা শিক্ষা অফিসার বিষ্

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় শোক দিবস

বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুদ্দীন আহমেদ

ক্ষণজন্মা কিছু মানুষ, যারা অবিনশ্বর হয়ে টিকে থাকেন। এই সব নামকে হৃদয়ের মমতা থেকে উপেক্ষা করার শক্তি কারও হয় না-যদিও সমসাময়িক ব্যক্তি বা রাজনীতির স্বার্থে অনেকেই তা করার মূর্খতা দেখান। এই নামগুলো কবরের সীমানা পেরিয়ে, কালের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে, সোচ্চার এবং শক্তিধর হয়ে ঘরবাড়ি, মাঠ ঘাট, কলকারখানা, বিদ্যালয়, ব্যবসা কেন্দ্র, সড়ক, মহাসড়ক এবং মহাকালের অস্তিত্বে টিকে থাকে। এই নামগুলো মহাপুরুষের। এই মহাপুরুষেরা যে কীর্তি রেখে যান-সেই কীর্তিকে অস্বীকার করার জো থাকে না কারোরই। যদিও কখনও কখনও চলতি রাজনীতির স্বার্থে আমরা আত্মপ্রবঞ্চক বা আত্মঘাতী পর্যন্ত হই সেই শাশ্বত কীর্তিকে উপেক্ষা করতে।

শেখ মুজিবুর রহমান, 'বঙ্গবন্ধু' নামে উচ্চারিত না হলে যে নামের উচ্চারণ প্রায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়, বাঙ্গালীর জন্যে তেমনি এক নাম। এই নামকে যেমন জোর করে প্রতিষ্ঠা দেবার প্রয়োজন পড়ে না, তেমন জোর করে মুছে দেয়াও সম্ভব হয় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন, চীনের মাও সেতুং, ভিয়েতনামের হো চি মিন, ভারতের মহাত্মা গান্ধী, ইন্দোনেশিয়ার সোয়েকর্ন, আফ্রিকার প্রথম মুক্ত উপনিবেশ ঘানার পেট্রিস লুমুম্বা আর কওমী নজুমা, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন মেন্ডেলা, নামিবিয়ার স্যাম নওমা, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের লেলিন, যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো যেমন-বাংলাদেশের তেমন শেখ মুজিবের নাম। এঁরা এক না হলেও কীর্তিতে এঁরা এক, গৌরবেও এঁরা অভিন্ন।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫; বাংলাদেশের জন্য এক অবিস্মরনীয় জাতীয় শোক দিবস। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, মহান স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গের আজ শাহাদৎ বার্ষিকী। শোকাবহ, বেদনাদীর্ণ ১৫ আগস্ট রক্ত নদী বেয়ে নেমে আসা দুঃসময়, রক্তে ভেজা, অশ্রু মাখা শোকার্ত দিন। অসীম সৃষ্টি মাঝে মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব। ১৫ আগস্ট শুধুই মুজিব ও তার পরিবারকেই হত্যা নয়। তাদের হত্যার মধ্যদিয়ে শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তনই নয়, বাঙ্গালীর আবহমান সংস্কৃতির ওপরও আঘাত হানে ঘাতক চক্র। বাঙ্গালী ভাবধারায় গড়ে ওঠা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নামও রাতারাতি পাল্টে দেয়া হয়। বদলে দেয়ার সেই রীতি চলে তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে। ১৫ আগস্ট সম্পূর্নভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের পাশাপাশি বাঙ্গালীর আবহমান সংস্কৃতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা। এদিনের ঘটনাটি নিছকই রাজনৈতিক হত্যাকান্ড নয়। তা সাংস্কৃতিক অপঘাতও ছিল। এর ফলে ভাষার পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম দর্শন ছিল। তাই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড শুধু ব্যক্তির ওপর আঘাত নয়, সাংস্কৃতিক আঘাতও বটে। ১৫ আগস্ট একটি স্বপ্নের মৃত্যু হয়। স্বাধীনোত্তর সংস্কৃতির যে ধারা নিয়ে আমাদের যাত্রা হয়েছিল৭৫ এর ১৫ আগস্টের পর তা প্রায় থেমে যায়। ঘাতকরা যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল তাতে তারা সফল হতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষরাই বার বার জয়ী হয়েছে। আরোপিত কোন কিছুই বেশী দিন টেকেনা। যেটা চিরন্তন, শাশ্বত, প্রবহমান সেটাই টিকে থাকে।

একজন সফল রাষ্ট্র নায়ক হিসাবে বিশ্ব শান্তির পরিষদ কর্তৃক সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে, 'জুলিও কোরিও পদক'-প্রাপ্তি আজও সব বাঙালির জন্য গর্বের ও গৌরবের বিষয়। টুঙ্গীপাড়ার চারণ কবি, বাংলাদেশের চারণকবি, মহাকাব্যের মহাকবি বঙ্গবন্ধু। খোকা থেকে জাতির জনক, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই উল্লিখিত অভিধার একমাত্র নামপুরুষ-মহাপুরুষ। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা লাভের মূলমন্ত্র তারই অমর বাণী-৭ই মার্চের ভাষন। বাহাত্তরের দশ জানুয়াযী। দৈনিক ইত্তেফাক 'ঐ মহামানব। আসেদিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে' মূল শিরোনামে লিখেছে 'আজ বহু প্রতীক্ষিত সেই শুভ দিন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অন্তরের অন্তহীন আশা ও ভালবাসা, ত্যাগ-তিতিক্ষার স্বর্ণ সিড়িতে হাটিয়া হাটিয়া স্বাধীন বাংলা ও বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুদীর্ঘ ৯ মাস পরে আবার জননী বাংলার কোলে ফিরিয়া আসিতেছেন। পাক সামরিক জল্লাদদের কারাগার তাঁকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিশ্ব বিবেকের আখ্যায়ন ও মূল্যায়ন কিছুটা উল্লেখ করছি। ফিদেল কাস্ত্রোর ভাষায় 'আমি হিমালয় দেখিনি, দেখার প্রয়োজনও বোধ করছি না, আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দেখেছি।' অপূর্ব প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনায় ভরা মুজিব বাংলার রাজনৈতিক গান্ধীতে পরিণত হন, তাদের আশার প্রতীক এবং বঞ্চনার কণ্ঠস্বর হন তিনি। ... একটি রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য গান্ধীর পর, উপমহাদেশের কোন নেতা এতো দীর্ঘ কারাবরণ করেন নাই (টাইম ম্যাগাজিন, ১৯৭১)। তিনি কেবল একজন ব্যক্তি নন, একটি প্রতিষ্ঠান, একটি বিপ্লব, এক জাগরণ। তিনি একটি জাতির স্থপতি (ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, বঙ্গবন্ধুকে প্রদত্ত সংবর্ধনায়, ১৯৭২)। বঙ্গবন্ধুর উৎসাহ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, তিনি চেয়েছিলেন বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সভ্যতা, সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা, সব মানুষের মানবাধিকারের স্বীকৃতি (অমর্ত্য সেন, নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ)। শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নন। তিনি বাঙ্গালী জাতির মুক্তির প্রতীক। তার বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ বাঙ্গালী সভ্যতা এবং সংস্কৃতির নব উত্থান। মুজিব বাঙ্গালীর নায়ক ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন (মোঃ হাসানাইন হেইকল, বিশ্ব বিখ্যাত মিশরীয় সাংবাদিক)। দ্বিধাবিভক্ত পরাধীন জাতিকে সুসংগঠিত করে স্বাধীনতা মন্ত্রে উজ্জীবিত করা এবং সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া সহজ কাজ নয়। অথচ এই কঠিন কাজটি বঙ্গবন্ধু খুব সহজেই করতে পেরেছিলেন। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম সবই পরিচালনা করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান অসীম দক্ষতা ও যোগ্যতায়। তাঁর ছিল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মতো অসাধারণ বজ্রকণ্ঠ। অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে তাঁর ছিল বিপুল খ্যাতি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে। অকৃত্রিম দেশ প্রেম, সাধারণ জনগণের প্রতি গভীর ভালোবাসা, অমায়িক ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি তাঁকে বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করেছে। স্বাধীনতার পর তিনি খুব বেশিদিন ক্ষমতায় থাকার সুযোগ পাননি। যতটুকু সময় ক্ষমতায় ছিলেন, তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি ক্ষমতা লাভের পর কিছুদিনের মধ্যে ভারতীয় বাহিনীর দেশত্যাগ করা এবং মুক্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ করার ঘোষণা দেন। বিশ্বের ১০৪টি দেশ স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও ইসলামি সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে বঙ্গবন্ধুর আমলে। ১৯৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৭৪ সালে তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন। তার নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছিল বাঙ্গালীর হাজার বছরের স্বপ্ন স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা বাঙালি জাতির জীবনে সূচনা করেছে এক নবদিগন্ত। আত্মপরিচয়হীন জাতি খুঁজে পেয়েছে তার অস্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা। ইতিহাসের এই মহানায়ককে নিয়ে খুব বড় মাপের সাহিত্য রচনার সুযোগটি এখনও রয়ে গেছে। আংশিক বা খন্ডিত জীবন নয়, বঙ্গবন্ধুর পূর্নাঙ্গ জীবন নিয়েই সৃষ্টি হতে পারে অত্যন্ত উন্নত স্তরের সাহিত্য, বিশেষ করে বড় ক্যানভাসের ক্লাসিক উপন্যাস, যা কেবল বাংলাদেশের সাহিত্যের অনন্য সৃষ্টি হবে না, হয়ে উঠবে বিশ্ব সাহিত্যের ভান্ডারে এক কালজয়ী ধ্রুপদী সাহিত্য। এ ভাবেই আন্তর্জাতিক বিশ্বে নতুন করে আলোচনায় উঠে আসতে পারে বাংলাদেশ। বর্গ মাইলের হিসাবে আয়তনে ছোট হলেও এই দেশ যে খুব বড় একটি সম্ভাবনার দেশ এবং যার রয়েছে শ্রদ্ধা জাগানিয়া এক গৌরবময় ইতিহাস সেটি বিশ্ববাসী নতুন করে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। ঈমানে বিশ্বাসে ধারণ করি যে, ইতিহাসের মৃত্যু নেই এবং ইতিহাসের সন্তান প্রতীকী শেখ মুজিব, অমর তিনি-মহাকালের পটে চির ভাস্বর। ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনককে যারা হত্যা করেছিল, সেই কলঙ্কের অপলোচন হয়েছে তাদের বিচারের মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর আসন স্থায়ী হয়ে আছে বাঙ্গালীর হৃদয়ে।

(লেখকঃ সাবেক অধ্যক্ষ, কবিরবাগ পৌর মহিলা কলেজ, ফরিদপুর)

বীর শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল : জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

রেজভী জামান

শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল সমকালীন যুব সম্প্রদায়ের কাছে একটি উজ্জ্বল আদর্শের নাম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল ছোটবেলা থেকেই পিতার সাহচর্য থেকে অনেকাংশেই বঞ্চিত ছিলেন। যেহেতু তাঁর পিতা আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যে অবিরাম ছুটে চলতেন, শৈশবে পিতার সাহচর্য লাভ করা তাঁর জন্য দুরূহ ছিল। তাছাড়াও, বঙ্গবন্ধুর যৌবনের আনন্দমুখর যে সময়, তা তিনি উপভোগ করতে পারেননি। তাকে সে সময় কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখা হয়েছে। পিতার সাহচর্য খুব বেশি না পেলেও তিনি তাঁর আদর্শ সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত ছিলেন। পিতার সুবিশাল রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দেশপ্রেম তাঁকে মুগ্ধ করতো। কিন্তু নানা কারণে শেখ কামালের জীবন, অর্জন, আদর্শ এবং উদ্দেশ্য ইতিহাসে অনেকটাই উপেক্ষিত। শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ১৯৪৯ সালের ৮ই আগস্ট তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি শাহীন স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। স্কুলে এবং কলেজে বন্ধুদের মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয় ছিলেন শেখ কামাল। পিতার সুবিশাল নেতৃত্বের কারণে তাঁর কোনও অহমিকা ছিল না।

চলতেন সাধারণ ছাত্রদের মতো। ভীষণ প্রাণ-প্রাচুর্যসম্পন্ন মানুষ ছিলেন তিনি। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, গালে হাসির টোল, উদ্ভাসিত ললাট যেন তার সম্মোহনী ব্যক্তিত্বকেই তুলে ধরতো।

সাংস্কৃতিকভাবে তিনি ভীষণ রকমের উজ্জীবিত মানুষ ছিলেন। সঙ্গীত স্কুল ছায়ানটে তিনি সেঁতার বাজানো শিখতেন। সুরের ইন্দ্রজালে হারিয়ে যাবার রোমান্টিক সত্তা তার মধ্যে ছিল। তাঁর সতীর্থরা স্মৃতিচারণে এমন কথা বলে থাকেন। শুধু সংগীত নয়; নাট্যকলা, খেলাধুলায় তাঁর ভীষণ আগ্রহ ছিল। তিনি অভিনয় করেছেন অত্যন্ত সার্থকতার সাথে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। সেঁতার বাদক হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন অনেক। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া- সকল ক্ষেত্রেই তার আগ্রহ ছিল। ১৯৬৯ সালে যখন গণঅভ্যুত্থান হয় তখন তিনি সরাসরি সে গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেন। রাজপথে শ্লোগান দিয়েছেন। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বাধিকার আন্দোলনে। ১৯৭১ সালে যখন আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ভারতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ আর্মিতে কমিশন লাভ করেন এবং ক্যাপ্টেন পদে আসীন হন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীর এইড-ডি-ক্যাম্প বা এডিসি হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করেন। তিনি রণাঙ্গনে সম্মুখ সমরে নেতৃত্ব দেন। স্বাধীনতার পর শহীদ শেখ কামাল বাংলাদেশ আর্মির চাকুরী ছেড়ে দেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৭৩ সালে তিনি মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি তার সহপাঠীনি তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ মহিলা ক্রীড়াবিদ সুলতানা খুকির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ১৪ই জুলাই ১৯৭৫ সালে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সুলতানা খুকি তখন "দ্য গোল্ডেন গার্ল অফ বাংলাদেশচ নামে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মেহেদির রঙ না মুছতেই তিনি ঘাতকদের গুলিতে তার স্বামীর সাথে শহীদ হন।

১৯৭২ সালে শহীদ শেখ কামাল দেশের খ্যাতনামা ক্রীড়া সংগঠন আবাহনী ক্রীড়াচক্র প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেশ থেকে কোচ এনে তিনি ফুটবলারদের প্রশিক্ষণ দেন। তিনি নিজেও ফুটবল ও ক্রিকেট খেলতেন এবং একজন ফাস্ট বোলার হিসেবে বেশ খ্যাতিও পেয়েছিলেন। ভলিবলও তাঁর প্রিয় খেলার একটি। তিনি নাটকের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং নাট্য আন্দোলনের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। যখন ঢাকা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হয় তখন তিনি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন। মূলত স্বাধীনতা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে নাটককে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সমকালীন নাট্যকারেরা নাটকের মাধ্যমে একটি প্রগতিশীল এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনে ব্রতী হন। তখন শহীদ শেখ কামাল ফ্রন্টলাইনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নিজে নাটকে অভিনয় করেছেন।

১৯৭৪ সালে যখন প্রলয়ঙ্করী বন্যা হয় তখন তিনি নিজে বন্যার্তদের সহায়তায় কাজ করেছেন। রিলিফ, রিহ্যাবিলিটেশন এবং রিকনস্ট্রাকশন কাজে তার ব্যাপক উৎসাহ ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী পুনর্গঠন কর্মসূচির সাথে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। তিনি বন্ধু শিল্পীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন শিল্পী গোষ্ঠী। নান্দনিক ফুটবল ও ক্রিকেটসহ অন্যান্য দেশীয় খেলার মানোন্নয়নে তিনি কাজ করেন ব্যাপকভাবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পৃথিবীর সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ট ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে শহীদ হন এ বীরপুরুষ। সেদিনের সে কাল রাতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের ১৬ জন সদস্য শাহাদাত বরণ করেন। এবং প্রথম গুলির শিকার হয়েছিলেন শহীদ শেখ কামাল। ১৯৭৫ সালের নারকীয় ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দেশে পুনরায় স্বৈরাচারী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচাড়া দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধসমূহ ভূলুণ্ঠিত হয়। ঘাতকচক্র ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে বিচারের ব্যবস্থাও রুদ্ধ করে দেয়। হত্যাকাণ্ড কখনো ইনডেমনিটি পেতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কালাকানুন আর নেই। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অক্লান্ত প্রয়াসে এ কালাকানুন বাতিল হয়েছে এবং দীর্ঘকাল উপেক্ষিত এ হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে। অপরাধীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেয়েছে এবং কিছু অপরাধী বিদেশের মাটিতে পালিয়ে আছে। হয়তো অচিরেই তারাও শাস্তি পাবে এবং বাংলাদেশ কালিমামুক্ত হবে। ইতিহাসের কাছে আমাদের ঋণ আছে। শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল আমাদের ইতিহাসের এক মহানায়ক। তার অবদান আমাদের তুলে ধরার প্রয়োজন আছে এবং এ নৈতিক দায়িত্ব থেকে আমাদের সরে দাঁড়ালে চলবে না। ক্ষুদ্র আয়ুষ্কালের মধ্যেই তিনি মহাকাব্যের নায়কের মত ঘটনাবহুল জীবনের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। আমাদের সত্যকে বিস্মৃত হলে চলবে না। বর্তমান যুব সমাজের কাছে শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়াসংক্রান্ত অবদানকে বারবার তুলে ধরতে হবে এবং সঞ্জীবনী শক্তির উৎস হিসেবে যুবসমাজকে তাঁর জীবনাচার অনুশীলন করতে হবে। পচাত্তরের পট পরিবর্তনের পর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্রের কারণে শহীদ শেখ কামালসহ জাতির পিতার পরিবারের সদস্যদের কালিমালিপ্ত করার অপপ্রয়াস আমরা দেখেছি। সে অপপ্রয়াস যাতে সত্যিকারের ইতিহাস কে বিকৃত করতে না পারে সেজন্য আমাদের তৎপর থাকতে হবে। সত্যিকারের ইতিহাস জানা আমাদের সকলের অধিকার। আমরা সত্য, সুন্দর এবং শুদ্ধতার চর্চা যদি করতে চাই তাহলে শহীদ শেখ কামালের মতো নেতৃত্ব প্রয়োজন। বর্তমান যুব সমাজেকে হতাশা, মাদকাসক্তি, জঙ্গিবাদ, অবক্ষয়মুক্ত করতে হলে শহীদ শেখ কামালের জীবনালেখ্য অধ্যায়ন করা প্রয়োজন। তাঁর ৭২তম জন্মদিনে আমরা তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

(লেখকঃ সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর)

স্বপ্ননগর সুখের স্বপ্ন রচনা

॥ তৌহিদ এলাহী ॥

প্রিয় লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফ্যান্টাসির বাইরে জীবনঘনিষ্ঠতা বলেই তিনি শক্তিশালী। তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজেক্ট-পদ্মা নদীর মাঝি, সুন্দরতম স্বপ্ন ময়নাদ্বীপ। শ্বাপদসংকুল ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে দ্বীপ কিনে তার চেনা মানুষগুলোকে একত্র করেছেন ময়নাদ্বীপের বাসিন্দা হিসেবে। প্রজেক্টের অংশ হিসেবে মানিক তৈরি করেছেন হোসেন মিয়া, কুবের মাঝি, কপিলার মতো চরিত্র। যাদের পূর্ণতা পেয়েছে ঐ ময়নাদ্বীপকে কেন্দ্র করে, ময়নাদ্বীপে গিয়ে। একটি পরিপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন তিনি দেখিয়েছেন পদ্মা নদীর মাঝিতে।

জীবন সাহিত্যের মলাটের সুন্দরতম গল্প নয়। অধিকন্তু সাহিত্যই দিনশেষে নিয়তির হাতে সপে দেয়া যাপিত অপূর্ণাঙ্গ মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি।

কাকতালীয়ভাবে, জীবনকালে দেখা সুন্দরতম একটি গদ্যের সাথে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরগুলো করতে গিয়ে। ছোট আলফাডাঙ্গা উপজেলায় ৬শ ঘর এনে দিয়েছেন জেলা প্রশাসক স্যার। সবকটি ঘর করতে গিয়ে উপজেলা প্রশাসন উদ্ধার করেছে ৫০ একরের অধিক বেহাত হয়ে যাওয়া সরকারি খাসজমি।

যা হোক, মোট ৬শ ঘরের মধ্যে প্রায় ৩শ ঘর নিয়ে গোপালপুর ইউনিয়নের চরকাতলাসুর গ্রামে একইস্থানে গড়ে তোলা হয়েছে প্রজেক্ট স্বপ্ননগর', ঘর নির্মাণ করা আমাদের দায়িত্ব, এটা হয়ত সবাই করে, ঘর তৈরি বাদে বাকি সব কর্মযজ্ঞে আমরা সাহিত্যকথার ছোটখাটো চরিত্র।

একদম শুরুর দিকে মোটামুটি হত্যা-হুমকি মাথায় নিয়ে ৩১ একর খাসজমি উদ্ধার করা হয়। এই কাজ খুব কঠিন। ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন, মানুষ তার বাপের সম্পত্তি হারানোর ব্যথার চেয়ে বাপ হারানোর ব্যথা দ্রুত ভুলে যায়। আমার মনে হয়েছে, কেউ কোনোভাবে সরকারি সম্পত্তি হস্তগত করলে তা বাপের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে।

উদ্ধারকৃত সম্পত্তির ঝোপঝাড় কেটে ঘরের কাজ শুরু করা হয়। এখানে ঘর করলেও সে অর্থে জায়গাটি প্রতিষ্ঠিত গ্রোথ সেন্টার নয়। আর এখানেই আসলে কাজ করার সুযোগ। পরিবারগুলোর মধ্যে ১৭০টির মতো মুসলিম পরিবারের জন্য প্রয়োজন মসজিদ-ঈদগাহ। ৩০টি সনাতন ধর্মাবলম্বী পরিবারের জন্য প্রয়োজন প্রার্থনাগৃহ। আশপাশে নেই কোনো উচ্চ বিদ্যালয়, কিছু দূরে রয়েছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাজার ৩ কিলোমিটার দূরে। নতুন বাসিন্দাদের দরকার নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। শিশুদের দরকার খেলার মাঠ। তাই প্রয়োজন সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা। তবে এটি পরিকল্পনা বা ভবিষ্যৎ চিন্তা হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই। ইতোমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ১৬ শতাংশ জমিজুড়ে মসজিদ ও ঈদগাহ। ৮ শতাংশ জমির বাউন্ডারি রেখে নির্মাণ করা হয়েছে মন্দির। ১.৫ একর জমিজূড়ে স্থাপন করা হয়েছে বাজার, চান্দিনা ভিটির কাজ চলছে। ২ একর জমি স্কুল ও খেলার মাঠের জন্য। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার নিমিত্ত কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ৮ শতাংশ জায়গা আলাদা করে ভূমি উন্নয়ন করে রাখা হয়েছে। অদূরে ৯ একর জমিজুরে কাজ শুরু হচ্ছে নানা প্রজাতির দেশীয় গাছপালা রোপণের মাধ্যমে ইকোপার্ক। সব কিছুর পর যেখানে যেতে হবে, সেই কবরস্থানের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ শতাংশ জমি। ২৮টি গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে।

ঘরবাদে বাদবাকি সব পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য, সুযোগ্য জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান। স্বপ্ননগরের আলাদা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বেদখলকৃত খাসজমির প্রাচুর্য থাকায় পরিবারসমূহের মধ্যে ১৫০ পরিবার পাচ্ছে তিন শতাংশ করে জমি। বাকিরাও ঘরসহ দুই শতাংশ জমির পাশে পাবে ব্যবহারযোগ্য কমন স্পেস, যাতে তারা করে নেবে হাস-মুরগি গরু-ছাগলের ক্ষুদ্র খামার ও অল্প বিস্তর মৌসুমি সবজির চাষবাস করার সুযোগ।

প্রকল্প ঘিরে থাকছে প্রশস্ত চলাচলের রাস্তা। মধুমতির নদীভাঙনের কবলে নিঃস্ব হওয়া কিংবা স্থায়ী ঠিকানাহীন মানুষের ঠাঁই হচ্ছে এ স্বপ্ননগরে।

মানিকের ময়নাদ্বীপের তিনি শেষ দেখাননি। একেকটি সমাজ ও সভ্যতার শেষ কথা বলে কিছু নেই। ভাঙ্গাগড়াই এর নিয়তি। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতে দেখলে মানিক হয়ত সফল হননি, তিনি ময়নাদ্বীপকে দেখিয়েছিলেন কুবেরের চোখে, যেখানে হোসেন মিয়া সামন্তপ্রভু। আবার হয়ত তিনি সফল, প্রাণহীনের মাঝেও প্রাণের সূচনারেখা তিনি দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন ব্যক্তিপ্রচেষ্ঠা সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে না, কিন্তু শুরুর বাঁশি তো বাজাতেই পারে। ধনঞ্জয়, গণেশ, আমিনুদ্দি, রাসু, পীতম মাঝি, বশির, এনায়েত এদের কেউ কেউ, আবার এদের বাইরেও অনেকেই ময়নাদ্বীপে গিয়েছিল। কেউ কেউ পালিয়েছেন, আবার মানিক নিজেই ময়নাদ্বীপ হতে বের করে দিয়েছেন অনেককে।

প্রজেক্ট স্বপ্ননগরের গদ্যটি লিখেছেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার স্যার। স্বপ্ননগর নামটিও তার দেয়া। আমরা কেউ কেউ তার দু একটি চরিত্র, যাদের স্যারের গল্পের প্লটের প্রয়োজনে কিছু কিছু ভূমিকা আছে। মানিকের গল্পে হোসেন মিয়া, কুবিরের পরিবর্তে রহিম মিয়া বা যে কাউকে বসালেও গল্পের ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই। উপন্যাসিক যেভাবে চাইবেন সেভাবেই আগাবে তার প্লটের চরিত্রগুলো। আমার ধারণা এই স্বপ্ননগর সফল হবে, হয়ত কখনো ভাঙবে- আবার সময় তার নিজ প্রয়োজনেই অনেকদূর এগিয়ে নেবে। ইচ্ছে আছে, যদি বেঁচে থাকি, যেখানেই থাকি- দুই চার বছর পরপর হয়ত লুকিয়ে দেখে যাব। হিসেব করে দেখব, কতটুকু শোরগোল বেড়েছে স্বপ্ননগরে, কয়টি নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে, আর স্বপ্ননগরের ঐ গোরস্থানের স্থায়ী বাসিন্দাই বা হয়েছে কজন? **(লেখক: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর)**

মুজিব শতবর্ষে অসহায়দের স্বপ্নপূরণ

প্রধানমন্ত্রীর ঘর ও জমি পেল ফরিদপুরের ৩ হাজার ৬০৭টি পরিবার

॥ আলমগীর জয় ॥

মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ফরিদপুরের ৯ উপজেলায় মোট ১ হাজার ৫৭২ জন ঘর পেলেন। এর আগে প্রথম পর্যায়ে ২ হাজার ৩৫টি পরিবারের মধ্যে ঘর দেওয়া হয়েছে। দুই পর্যায়ে মোট ৩ হাজার ৬০৭টি পরিবার জমিসহ ঘর পেল। ২০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি-না ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সারাদেশের সাথে ফরিদপুরের গৃহহীনদের কবুলিয়ত, জমির খতিয়ান, গৃহ প্রদানের সনদসহ ঘরের চাবি হস্তান্তর কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। জমি ও ঘর প্রদান উপলক্ষে সকালে ফরিদপুর সদর উপজেলার মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে ফরিদপুর অংশে সংযুক্ত হন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। এসময় পুলিশ সুপার মোঃ আলিমুজ্জামান,

সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোঃ মাসুম রেজা, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিকসহ গণ্যমান্যব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর পরই জেলা প্রশাসক অতুল সরকারসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ফরিদপুর সদরের ১৫৩টি পরিবারের হাতে ঘরের চাবি তুলে দেন।

এদিকে একই সময়ে জেলার আরো ৮ উপজেলায় ইউএনওরা গৃহহীন ও ভূমিহীনদের মাঝে ঘরের চাবি তুলে দেন। এর মধ্যে সালথায় ২০০টি, সদরপুরে ৩৭০টি, মধুখালীতে ৪০টি, আলফাডাঙ্গায় ২৩০টি, বোয়ালমারীতে ১৩০টি, নগরকান্দায় ১১০টি, চরভদ্রাসনে ২০০টি ও ভাঙ্গা উপজেলায় ১৩৯টি ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ফরিদপুরে প্রথম পর্যায়ে ২০৩৫টি পরিবারের মধ্যে ঘর দেওয়া হয়েছে। দুই পর্যায়ে মোট ৩ হাজার ৬০৭টি পরিবার জমিসহ ঘর পেল।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের পরিবারদের সাথে ঈদ আনন্দ করলেন সদরপুরের ইউএনও

প্রবাহ রিপোর্ট

ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ভূমিহীন দুস্থ, অসহায় পরিবারদের নিয়ে ঈদুল আযহা উদযাপন করলেন উপজেলা নিবার্হী অফিসার পূরবী গোলদার। ২২ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বৃহস্পতিবার উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রায় ৫শত ৫০টি দুস্থ, অসহায় পরিবারের মাঝে উন্নতমানের খাবার বিতরন করেন। পরে বিকেলে নিবার্হী অফিসার উপজেলার ঢেউখালী ইউনিয়নে হরিণ্যা গ্রামের আয়শ্রয়ণ প্রকল্পের পরিবারদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এছাড়াও শিশুদের ঈদ আনন্দ উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন বিনোদনের ব্যবস্থা করেন। এর মধ্যে গ্রামীন সাপ খেলা, নাগর দোলাসহ উল্লেখযোগ্য খেলা উপভোগ করেন শিশুরা।

ঘর ও জমি পেয়ে খুশি চরাঞ্চলের পরিবারগুলো

॥ কে.এম রুবেল ॥

মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর ও জমি পেয়ে দারুন খুশি চরাঞ্চলের নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ ভূমি ও গৃহহীন পরিবার গুলো। নতুন ঠিকানা পেয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে অসহায় এসব মানুষ গুলো। নতুন ঠিকানায় স্বাচ্ছন্দে করছেন বসবাস। শুরু করেছেন হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালন। করছেন সবজি চাষ, লাগিয়েছেন ফুল ও বিভিন্ন প্রকার ফলের গাছ।

ফরিদপুর সদর উপজেলার অবহেলিত জনপদের নাম ডিক্রীরচর ইউনিয়ন। দফায় দফায় পদ্মা নদী ভাঙ্গনে কবলে পড়ে পুরো ইউনিয়নের সিংহ ভাগ চলে গেছে নদী গর্ভে। গৃহহীন হয়ে পড়েছে এই ইউনিয়নের হাজারো পরিবার।

গৃহহীন এসব পরিবারের কথা চিন্তা করে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর অধীনে ডিক্রীরচর ইউনিয়নের পালডাঙ্গীতে গড়ে তোলা হয়েছে আবাস স্থান। এই আবাস স্থানের নির্মিত প্রত্যেকটি ঘর যেন ভূমি ও গৃহহীন মানুষের স্বপ্নের ঠিকানা, পরম নির্ভরতার স্থান। নতুন ঠিকানায় উঠেই এসব পরিবার গুলো নতুন নতুন স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নের ঠিকানায় উঠেই ঘরে আশ-পাশের ফাকা জমিতে শুরু করেছেন সবজি চাষ, ফলের গাছ, ফুলের গাছ। কেই পালছেন হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ও ভেড়া। স্বপ্নের ঠিকানায় বসবাস করে নতুন নতুন স্বপ্ন দেখছেন আর প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করছেন তারা।

উপকারভোগী তোতা মিয়া বলেন, নদী ভাঙ্গনের কারনে আমরা নি:শ্ব হয়ে গেছিলাম। ভিটা-বাড়ি হারিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। পরের জমিতে থেকেছি। মানুষের বাড়িতে থেকেছি। এখন প্রধানমন্ত্রী আমাদের ঘর ও জমি দিয়েছে। আমার পাকা ঘরে ভীষন খুশি হয়েছি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নতুন করে বাঁচার স্বপ্নে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া বাড়িতে ফলের গাছ লাগিয়েছি, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল লালন পালন শুরু করেছি। ঈদ করেছি। আমরা প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি যেন দীর্ঘজীবী হোন। জমিসহ ঘর পাওয়া ছবি বেগম বলেন, জীবনের শেষ বয়সে এসে পাকা ঘরে থাকতে পারবো এটা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিনা পয়সায় জমিসহ ঘর পেয়েছি। দোয়া করি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জন্য। আমার মাথায় যত চুল আছে, ততদিন যেন বেঁচে থাকেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহার পেয়ে আমার ইউনিয়নের গৃহহীন পরিবার গুলো ভীষন খুশি হয়েছে। জীবনের শেষ বয়সে এসে গৃহহীন এসব পরিবারের সদস্যরা পাকা ঘরে ঈদ উদযাপন করতে পেরে ভীষন খুশি তারা। তারা এখন নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। মনের আনন্দে নতুন ঠিকানায় গাছ-পালা লাগিয়ে, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী লালন-পালন করে নতুন ভাবে জীবন শুরু করেছেন। তবে এখনো আমার ইউনিয়নে অনেক অসহায় ও দুস্থ গৃহহীন পরিবার আছে।

ফরিদপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাসুম রেজা বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বনন্দিত উপহার গৃহহীনদের জন্য জমিসহ ঘর। সদর উপজেলায় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৬৫ টি ঘরের কাজ শেষ হয়েছে। সেখানে উপকারভোগীরা বসবাস করছেন। এতে বিশেষ করে চরাঞ্চলের নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ গুলো বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং তাদের আর্থসামাজিকঅবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তারা এখন বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছেন। তারা আগের চেয়ে অনেক ভালো আছেন। পর্যায় ক্রমে চরাঞ্চলের নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ প্রত্যেক পরিবারকে সহযোগিতা করা হবে।

সালথায় আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঈদ উপহার বিতরণ

প্রবাহ রিপোর্ট

ফরিদপুরের সালথা উপজেলায় মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে উপকারভোগীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ১৯ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার দুপুরে এই ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়। উপহারের মধ্যে জনপ্রতি ৫শ টাকা করে বরাদ্দ ছিল।

বিতরণ করেন সালথা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ হাসিব সরকার।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ওয়াদুদ মাতুব্বর, উপজেলা প্রকৌশলী তৌহিদুর রহমান, ভাওয়াল ইউপি চেয়ারম্যান ফারুকুজ্জামান ফকির মিয়া, গট্টি ইউপি চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান লাবলু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আশ্রয়ণে ঈদ: যোগ হলো বাড়ি পাওয়ার আনন্দ

॥ মফিজুর শিপন ॥

যাদের সহায়-সম্বল ছিল না তাদের সবাই এবার সরকারের দেওয়া আশ্রয়ণ প্রকল্পে পাওয়া বাড়িতে ঈদ করেছেন অন্যরকম আনন্দে। ফরিদপুরের নয় উপজেলায় আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর অধীনে নির্মিত প্রত্যেকটি ঘর যেন ভূমি ও গৃহহীন মানুষের কাছে স্বপ্নের ঠিকানা, পরম নির্ভরতার স্থান। আশ্রয়ণ প্রকল্পের এসব বাড়িতে নতুন ঠিকানা তৈরি করা বাসিন্দারা তাদের খুশির কথা প্রকাশ করেছেন ঈদের খুশির মধ্যে। ফরিদপুর জেলা প্রশাসন জানায়, এ বছর প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ হাজার ৬০৭ ভূমিহীন ছিন্নমূল পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। আর ওই ঘরের জমিও তাদের নামে রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হয়েছে।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের জমিসহ ঘর পেয়েছেন বোয়ালমারীর চতুল ইউনিয়নের সুকদেবনগর গ্রামের ৬৫ বছর বয়সী বিধবা নারী রাহেলা বেগম। তিনি বলেন, আমার ইট্টু জমি হবে, একখান ঘর হবে কখনও স্বপ্নেও ভাবি ন্যাই। তয় এইবার আল্লাহ মুখ তুইল্যা তাকাইছে। মাইয়াগো নিয়্যা জীবনে এই পথমবারের মতো এট্টা ঈদ করছি নিজের ঘরে। আমি অহন নিজের এট্টা ঠিকানা পাইছি। বোয়ালমারীর সুকদেবনগর গ্রামের ওই আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ঘরের বাসিন্দা আব্দুস সামাদ শেখের স্ত্রী সালেহা বেগম বলেন, আমাগের মতো গরিবের জীবন তো পথে পথেই শ্যাষ হইয়্যা যায়। কেউ হয়ত বিপদের সময় চাইল, ডাইল, কাপড় দেয়; কিন্তু জমির সাথে ঘর দিয়ার কথা শুনি ন্যাই। শেখ হাসিনা আমাগের জন্য এই ব্যবস্থা কইর‍্যা দিছে। আমরা তার প্রতি চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ উনারে আরও অনেকদিন বাঁচায় রাখুক। সদর উপজেলার কানাইপুরে ইব্রাহিমদি গ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে সাতটি সারিতে ২৮টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ঘরগুলোতে এরই মধ্যে অনেকেই মালামাল নিয়ে বসবাস শুরু করেছেন। দেখা গেল সেখানকার বাসিন্দারা কেউ ঘর গোছাচ্ছেন, কেউ রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। ঘরের কোনার জমিতে এরই মধ্যে নানা জাতের ফুলের গাছসহ ফলজ ও বনজ গাছ রোপন করেছেন অনেকে। ফরিদপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাসুম রেজা জানান, একদিন যে মানুষগুলোর কোনো ঠিকানা ছিল না, ছিল না বসবাসের জন্য এক টুকরো ভূমি, মাথার উপরে একটি ছাদ; বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে আশ্রয়ণ প্রকল্পের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পাকা ঘর পেয়ে প্রত্যেক উপকারভোগী ও তার পরিবারে নেমে এসেছে আনন্দের বন্যা। তাদের চোখে মুখে আজ পরিতৃপ্তির হাসি। অনেকের জীবনে এবারকার ঈদ ধরা দিয়েছে এক পরম পাওয়ার ঈদ হিসেবে।

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে আলফাডাঙ্গায় স্বপ্ননগরী নামে নতুন একটি গ্রামের সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে শুরু করে মানুষের জীবন-জীবিকার জন্য হাটবাজারও তৈরি করা হয়েছে। অসহায় দরিদ্র মানুষগুলোর অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মত নয় শুধুই অনুভবের বিষয়। তিনি বলেন, এইসব মানুষ এখন নিজের জীবন বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখছে। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করানোর স্বপ্ন দেখছে। নিজের যে একটি স্থায়ী ঠিকানা সেটি তারা খুঁজে পেয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের মৌলিক অধিকার বাসস্থান নিশ্চিত হয়েছে। এই কোভিড-১৯ সমস্যা মোকাবেলায় আমরা তাদের ঘরে খাবার পৌছে দিচ্ছি। এই আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দাদের চোখে মুখে এখন পরিতৃপ্তির হাসি। অনেকের জীবনে এবারকার ঈদ ধরা দিয়েছে এক পরম পাওয়ার ঈদ হিসেবে। নীড়হারা আশ্রয়হীন মানুষগুলো খুঁজে পেয়েছে তাদের স্বপ্নের ঠিকানা।

স্বপ্ননগরঃ গৃহহীনদের প্রথম ঈদ উপভোগ

॥ নূর ইসলাম ॥

যাদের জমি নেই, ঘর নেই এমন ৬০০ পরিবারের ঠাঁই মিলেছে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গার স্বপ্ননগর আবাসন এলাকায়। উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের চরকাতলাসুর গ্রামে ৩৩ একর জমির ওপর নির্মিত হয়েছে নগরের সব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে 'স্বপ্ননগর' নামের বিশেষ একটি আবাসন এলাকা। তাই জমির সঙ্গে পাকা ঘর পেয়ে নতুন মাত্রায় এবারের ঈদ আনন্দ উপভোগ করেছে নতুন ঠিকানায় ঠাঁই পাওয়া পরিবারগুলো। ভিটে-বাড়িশূন্য মানুষের জন্য বিষয়টি স্বপ্নের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলফাডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, আলফাডাঙ্গার ৬টি ইউনিয়নের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে দুটি ধাপে মুজিববর্ষের উপহার পেয়েছে ৬০০ গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবার। প্রথম ধাপে ৩২০টি ও দ্বিতীয় ধাপে ২৮০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে এসব ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫০টি ঘরকে কেন্দ্র করে এই‘স্বপ্ননগর’ এলাকাটি তৈরি করা হয়েছে। এ আবাসন এলাকায় গৃহ নির্মাণের পাশাপাশি তৈরি করা হচ্ছে মসজিদ, মন্দির, একটি উচ্চ বিদ্যালয়, বাজার, খেলার মাঠ, ঈদগাহ মাঠ, কমিউনিটি ক্লিনিক, শিশু পার্ক, ইকো পার্ক ও সামাজিক বনায়ন। এ ছাড়া সব উপকারভোগীর জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়‘স্বপ্ননগর’ এলাকাটি ঘুরে সড়কের দুই পাশে সারিবদ্ধ লাল রঙের টিনের সেমিপাকা ঘরগুলো এলাকাকে আরো মোহনীয় করে তুলেছে। দৃষ্টি কাড়া দুই কক্ষবিশিষ্ট এসব বাড়িতে রয়েছে একটি রান্নাঘর, বাথরুম ও স্টোররুম। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া স্বপ্নের বাড়িতে ইতিমধ্যে উপকারভোগী যারা উঠেছেন তারা তাদের সন্তানাদি নিয়ে আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন। কেউ কেউ শোভাবর্ধনের জন্য ঘরের আঙিনায় লাগিয়েছেন ফুল ও ফলের গাছ। ঘর ঘেঁষে তৈরি করছেন আলাদা আরো প্রয়োজনীয় গুদামঘর। শিশুরা খেলাধুলা করছে। নারীরা নিজ নিজ ঘর গোছাতে ব্যস্ত। সবাই উৎফুল্ল, আনন্দিত। তারা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সারা দিন মাঠে-ঘাটে পরিশ্রম করে নিজের বাড়িতে থাকতে পারবে, এর চেয়ে খুশির আর কী হতে পারে। এ সময় তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করেন।

দেশের অন্যান্য জেলা-উপজেলার তুলনায় আলফাডাঙ্গা উপজেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণ হয়েছে ব্যতিক্রমভাবে। এ ব্যাপারে গোপালপুর ইউনিয়নের স্বপ্ননগর আবাসনের বাসিন্দা বীর-মুক্তিযোদ্ধা খলিলুর রহমান জানান‘চিরজীবন অন্যের জমিতে থেকে ঈদ করেছি। প্রায় ৭০ বছর পর নিজের জমি, নিজের ঘরে এবার ঈদ করলাম। মৃত্যুর আগে এর থেকে পরম তৃপ্তি আর কী হতে পারে। প্রাণ খুলে দোয়া করি শেখ হাসিনার জন্য। স্বপ্ননগরে বসবাসকারী নূর জাহান বেগম নামে এক গৃহবধূ বলেন‘আমার স্বামী একজন ভ্যানচালক। আমাদের চার ছেলে-মেয়ে নিয়ে আগে অন্যের বাড়িতে থাকতাম। পরের বাড়ি থাইকে ঈদের আনন্দ সেভাবে করতি পারতাম না। ছেলে-মেয়েরা প্রাণ খুলে হাসতে পারতো না, খেলতে পারতো না। এইবার সরকার আমাগে একটা ঘর দিছে। অনেক আনন্দে নিজের বাড়িতে ঈদ করেছি।

রিবা বেগম নামে অপর গৃহবধূ বলেন, মধুমতি নদীতে ৪ বার জায়গা জমি ও বাড়ি ঘর বিলীন হয়ে গেছে। এরপর অন্যের বাড়ি থাকতাম। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া নিজের সুন্দর পাকা দালানে বাস করতে পারব, কোনোদিন স্বপ্নও দেহি নাই। গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য তৈরি আলফাডাঙ্গা স্বপ্ননগরের নির্মাতা ইউএনও তৌহিদ এলাহী বলেন, মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য ফরিদপুর জেলা প্রশাসক অতুল সরকার স্যার এই উপজেলায় স্বপ্ননগর নামে একটি আবাসন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই দ্রুত সময়ের মধ্যে খাস খতিয়ানের জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য দৃষ্টিনন্দন একটি করে ঘর তৈরি করে দিতে পেরেছি, এজন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রতিবেদকগণঃ

* **আলমগীর জয়- নির্বাহী সম্পাদক, প্রশাসন প্রবাহ, ফরিদপুর**
* **কে.এম রুবেল- জেলা প্রতিনিধি, বৈশাখী টেলিভিশন, ফরিদপুর**
* **মফিজুর শিপন- জেলা প্রতিনিধি, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন, ফরিদপুর**
* **নূর ইসলাম- উপজেলা প্রতিনিধি, দৈনিক কালের কণ্ঠ, বোয়ালমারী-আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর**

বীরাঙ্গনা সম্মাননার পাশাপাশি নতুন ঘরও পেলেন মায়া রানী

॥ প্রবীর কান্তি বালা ॥

মায়া রানী সাহা (৬৬) একজন বীরঙ্গনা। ৫০ বছর আগে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি নির্যাতিত হয়েছিলেন পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের দোষরদের দ্বারা। সকলের অজ্ঞাতে অবহেলায় তিনি বসবাস করতেন ফরিদপুর সদরের শোভারামপুর এলাকায়। স্বামী সুভাষ চন্দ্র সাহা মারা গেছেনে বহু আগেই। নিঃসন্তান ছিলেন মায়া রানী সাহা। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে গণশুনানীর সময় ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার এর সাথে সাক্ষাত করেন মায়া রানী সাহা। অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি জেলা প্রশাসকের নিকট তার সাথে ঘটে যাওয়া সেই বিভীষিকাময় অধ্যায়ের কথা তুলে ধরেন। একই সাথে তুলে ধরেন তার অসহায়ত্বের কথা। এ ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করা হয় জেরা প্রশাসকের উদ্যোগে। ওই কমিটির প্রধান করা হয় সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও)। ২০২০ সালের ১৪ জানুয়ারি সদরের নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাসুম সরেজমিনে তদন্ত করে মতামতসহ জামুকায় প্রতিবেদন পাঠান। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালের ২৪ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে মায়া রাণী সাহাকে ৩৮০ নং গেজেটে বীরাঙ্গনা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে সরকার।

অসহায় মায়ারানীকে একটি সেমি পাকা ঘর করে দেওয়ার উদ্যোগ নেয় জেলা প্রশাসক। সদর উপজেলার রাজস্ব তহবিল থেকে ১ লাখ ৯১ হাজার টাকা ব্যয়ে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর জমিহীন ও গৃহহীন ব্যক্তিদের জমি ও ঘর দেওয়ার কার্যক্রমের আদলে দুই কক্ষ এবং টয়লেট ও রান্নাঘর সম্বলিত একটি সেমি পাকা ঘর নির্মান করে দেয় জেলা প্রশাসন। গত ৮ মে এ ঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন সদরের ইউএনও মাসুম রেজা। গত ২০ জুলাই মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে ফরিদপুর পৌরসভার শোভারামপুর এলাকার বাসিন্দা নিঃসন্তান মায়া রানীর দুয়ারে পৌছান জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। পৌছে তিনি বীরাঙ্গনা মায়া রানীর সার্বিক খোঁজ-খবর নেন। এ সময় তিনি তাকে সম্মাননা প্রদান করেন। সাথে তুলে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার। একই সাথে জেলা প্রশাসক আনুষ্ঠানিকভাবে ঘরের চাবি তুলে দেন মায়া রাণীর হাতে। এ সময় ফরিদপুর সদরের ইউএনও মো. মাসুম রেজা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মায়া রানী সাহার অতীতের ঘটনা জানিয়ে মুক্তিযোদ্ধা প্রবোদ কুমার সরকার বলেন, মায়া রানী সাহা একাত্তরের আগস্ট মাসে কয়েক দফা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় দোষরদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। তিনি তখন ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরী। মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি সন্তান সম্ভাবা হয়ে পড়েন। তাকে সাভার নিয়ে গিয়ে এবরসন করা হয়। তার উপর ঘটে যাওয়া এ পৈশাচিক ঘটনার জন্য কেউ মায়া রানীকে বিয়ে বরতে রাজী হননি। পরবর্তিতে ঢাকা অঞ্চলের সুভাষ চন্দ্র সাহার সাথে তার বিয়ে হয়। এটি ১৯৭৪ সালের ঘটনা। কিন্তু সত্য বেশিদিন চাপা থাকেনি। মায়া রানীর এ বৈবাহিক জীবন সুখের হয়নি। দুই বছর পর ১৯৭৬ সালে তাদের বৈবাহিক জীবনের অবসান ঘটে। স্বামী মারা যান ১৯৮৯ সালে। নিজে নিঃসন্তান ছিলেন মায়া রানী। তবে উত্তম সাহা (৩৫) নামে এক পালকপুত্র ছিল মায়া রানীর। তিনিই দেখাশোনা করেন। মুক্তিযোদ্ধা প্রবোদ কুমার সরকার আরও বলেন, রান্নার কাজ জানতেন মায়া রানী। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বেশি রান্নার আয়োজন পড়লে ডাক পড়তো তাঁর। এছাড়া মানুষের বাড়িতে বাড়িতে তাকে কাজ করতে হয়েছে জীবন ও জীবিকার জন্য। চেয়ে চিন্তেও তাকে দিন যাপন করতে হয়েছে। বিষয়টি ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জানার পর মায়া রানীর ভাগ্য খুলে যায়। বিরঙ্গনার সম্মাননা পান তিনি। তাকে বাড়ি করে দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসক অতুল সরকারের উদ্যোগে। মায়া রানী জীবন সায়াহ্নে এসে আজ সুখ এবং সস্তির দেখা পেয়েছেন। ফরিদপুর সদরের ইউএনও মাসুম রেজা বলেন, ফরিদপুর শহরতলীর শোভারামপুরে অনুমানিক ১০ শতাংশ পৈত্রিক জমিতে একটি খুপড়ি ঘরে মানবেতর জীবন-যাপন করতেন মায়া রানী। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গেজেট অধিশাখার গত বছর ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের ৪০৯ নং স্মারকের প্রজ্ঞাপনে মায়া রাণী সাহাকে ৩৮০ নং গেজেটে বীরাঙ্গনা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। স্বীকৃতির পরবর্তিতে নিয়মিত ভাতাও পাচ্ছেন মায়া রানী সাহা। ঘর পেয়ে খুশী মায়া রানী সাহা। তিনি বলেন, জীবনে বহু কষ্ট করেছি। অনেক অসম্মানজনক ভাবে দিন কেটেছে। যে ঘরে থাকতাম সে ঘরের চাল দিয়ে পানি পড়তো। আজ আমি নতুন ঘর পেয়েছি। বিরঙ্গনার সম্মান পেয়েছি, আমার জীবনে আর কোন চাওয়া নেই। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, মায়া রানী সাহাকে একটি ঘর করে দিতে পেরে গর্ব অনুভব করছি। তিনি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি আমাদের বীরাঙ্গনা। আমরা এই ঘর দিয়ে শুরু করলাম। ভবিষ্যতে তার জন্য আরো ভাল কিছু করার চেষ্টা করবো। তার যেন থাকা খাওয়া সমস্যা না হয় সেজন্য সব সময়ই আমাদের প্রশাসন যোগযোগ করবে। জেলা প্রশাসক আরও বলেন, শুধু মায়া রানী সাহাই নয় ফরিদপুরে যতজন বিরঙ্গনা রয়েছেন যারা সম্মাননা পেয়েছেন তাদের পাশে সব সময় থাকবে প্রশাসন। পাশাপাশি যারা পরিচিতি পাননি, অচেনা, অপরিচিত এবং অবহেলিত অবস্থায় আজও যাদের দিন কাটছে তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে সম্মাননা পাওয়ার উদ্যোগসহ যা যা করার তা করা হবে। যাদের ত্যাগের বিনিময়ে এদেশে, তাদের কোন অসম্মান আমরা হতে দিতে পারি না। তাহলে জাতি হিসেবে আমরা কখনই মর্যাদার আসনে বসতে পারবো না।

স্বপ্ননগর পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার গৃহহীন-ভূমিহীনদের জন্য নির্মিত আলফাডাঙ্গায় স্বপ্ননগর নামে (আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প) ঘর পরিদর্শন করেছেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। ১৫ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার বিকেলে ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলার কাতলাসুরসহ কয়েকটি স্থানে গৃহহীন পরিবারের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নির্মিত ঘর পরিদর্শন করেন তিনি। এ উপজেলার ৬ ইউনিয়নের মোট ৬০০টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক উপজেলার ৩৩ একর জমির উপর নির্মিত আশ্রয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। তিনি কাজের সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আশ্রয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন স্থানে গাছের চারা রোপন করেন। আলফাডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তৌহিদ এলাহী জানান, দেশের মধ্যে অন্যতম মডেল হিসাবে এ আশ্রয়ন প্রকল্পটি ধরা হচ্ছে। জেলা প্রশাসকের সার্বিক সহযোগীতায় এ আশ্রয়ন প্রকল্পটির নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বপ্ন নগর'। এটি শুধুমাত্র আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর নির্মানই নয়, এখানে থাকছে কমিউনিটি হাসপাতাল, স্কুল,মসজিদ-মাদ্রাসা, মন্দির, হাট-বাজার, কবরস্থান, খেলার মাঠ, বিনোদন কেন্দ্রসহ বসবাসকারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। যা সারাদেশের মধ্যে মডেল হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা থাকছে শুরু থেকেই। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তৌহিদ এলাহী, আলফাডাঙ্গা পৌর মেয়র সাইফুর রহমান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন ও লায়লা পারভীন প্রমুখ। দুপুরে জেলা প্রশাসক বোয়ালমারী উপজেলায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঘরগুলি পরিদর্শন করেন। এ উপজেলায় ১০টি ইউনিয়নে মোট ৩২২টি গৃহ নির্মিত হচ্ছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বোয়ালমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঝোটন চন্দ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মারিয়া হক, উপজেলা প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, দাদপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন প্রমুখ। একই দিন সকালে জেলা প্রশাসক ফরিদপুর সদরের চাদপুর এলাকার নির্মিত ঘর পরিদের্শন করেন। পরিদর্শন কালে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মাসুম রেজা, উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ঘর পরিদর্শনকালে সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন জেলা প্রশাসক। তিনি সকলকে এক পরিবার, একাত্ম হয়ে মিলে মিশে থাকাসহ প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের গাছ লাগানোর পরামর্শ দেন তিনি। জেলা প্রশাসক নিজেই ফরিদপুর সদর ও আলফাডাঙ্গার আশ্রয়ণ প্রকল্পে দুটি করে গাছ লাগান।

স্বপ্নের ঠিকানা পেয়ে গৃহহীনদের চোখেমুখে আনন্দের ঝিলিক

॥ লিয়াকত হোসেন ॥

ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়ে খুশি উপকারভোগীরা। কয়েকমাস আগেও যারা ভূমিহীন ও গৃহহীন ছিলেন তারা কল্পনাও করেননি যে মুজিববর্ষে পাবেন জমিসহ বাড়ি।

কয়েকশ' পরিবারের মত এরকমই একজন স্বামী পরিত্যক্তা ফাতেমা বেগম। আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে আবেগাপ্লুত তিনি। ফাতেমা বলেন, দীর্ঘদিন স্বামী আমাকে ছেড়ে আর একজনকে বিয়ে করে খোঁজ খবর রাখে না, বাপেরও জমিজমা নাই। কোনও মত বেঁচে ছিলাম। প্রধানমন্ত্রী আমারে এট্টা ঘর দিছে, দুই শতক জমি দিছে, মাথা গুজার একটা ঠাঁই পেয়েছি, আমি ভীষণ খুশি, আমি জীবনেও ভাবি নাই আমার একটা ঘর হবে। কথা বলতে বলতে ফাতেমার দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে আনন্দাশ্রু।ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে নির্মিত প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘরগুলোর দেখার জন্য গণমাধ্যমকর্মীরা সরেজমিনে উপজেলার সাতৈর ইউনিয়নের আরাজী শিবানন্দপুর গেলে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন ফাতেমা। আরেক উপকারভোগী খুশি বেগম। তিনিও স্বামী পরিত্যক্তা, এলাকার বিত্তবানদের বাড়িতে ঝি- এর কাজ করেন, কখনো বা কাঁথা সেলায় করে কোনমতে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। খুশি বেগমের না ছিল জমি, না ছিল ঘর।

পরের ঘরে মানুষের দয়া-দক্ষিণায় যদিও একটু ঠাঁয় মিলেছে কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি বেশি দিন। খুশি বেগম বলেন, আমি জীবনে কল্পনাও করিনি আমার নিজের একটা ঘর হবে, হবে একটি ঠিকানা। সমাজের আর দশজনের মত বলতে পারবো 'আমার বাড়ি' যা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি, তা প্রধানমন্ত্রী আমাদের দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে দোয়া করি প্রধানমন্ত্রী যেন ভাল থাকেন, সুস্থ থাকেন। একটি জুট মিলে শ্রমিকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি। জুট মিলের অন্য নারী শ্রমিকদের সাথে তার বসবাস। জুট মিলের নিকটবর্তী শিবানন্দপুর আশ্রয়ন প্রকল্পে নিঃস্ব ও গৃহহীন অন্যদের মতই একটি ঘর পেয়েছেন তিনিও, পেয়েছেন দুই শতক জমি। শেখ হাসিনার জন্য তার একটি আশ্রয় হয়েছে। এতে উচ্ছাসিত জামেলা বেগম। জামেলা বেগম বলেন, ঘর পেয়েছি, পেয়েছি জমি। প্রধানমন্ত্রী শুধু ঘরই দেননি, বিদ্যুৎও দিয়েছেন, খাওয়ার পানির ব্যবস্থা করেছেন। ঘর করার সময় আমরা প্রতিদিনই দেখভাল করেছি, ঘরের সামনে সামান্য নিচু জমি ছিল সেগুলোও মাটি দিয়ে ভরাট করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আমরা প্রধানমন্ত্রীর এই ঋণ শোধ করবো কীভাবে? দোয়া করি আল্লাহ শেখ হাসিনার হায়াতদারাজ করুক। ঘরহীন, ভূমিহীন ছিন্নমূল জীবন-যাপন করতেন শহর পরিচ্ছন্নতাকর্মী শাহাদৎ দম্পতি। এই দম্পতি থাকতেন বোয়ালমারী বাজারে এক গণশৌচগারে। শাহাদৎ মনে করতেন তাদের জন্মটাই পাপের বোঝা। কখনো সমাজের বৃত্তবানদের দয়ার পাত্র হয়ে, কখনো বা রাস্তার পাশে কোনমতে ঝুপড়ি ঘর তুলে আর সর্বশেষ গণশৌচাগারই হয়ে উঠেছিল তাদের বাসস্থান। বাজার পরিচ্ছন্নকর্মী এই দম্পতি স্বপ্নেও কখনো কল্পনা করেনি নিজেদের একটি ঘর হবে, হবে নিজের নামে এক টুকরো জমি। মুজিববর্ষে বোয়ালমারী ইউনিয়নের সৈয়দপুরে আশ্রয়ন প্রকল্পের শাহাদৎ দম্পতি পেয়েছে একটি ঘর। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ঘর পেয়ে শাহাদৎ দম্পতি বেশ সুখেই দিনযাপন করছে। সৈয়দপুরে প্রথম ধাপের এই প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে ১০টি ঘর। নিচু জমি হওয়ায় বৃষ্টিতে পানি জমতে পারে তাই পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে ড্রেন। গুনবহা ইউনিয়নের ধোপাপাড়া আশ্রয়ন প্রকল্পে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে মোট ২০টি ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। এখানেও বৃষ্টিতে যাতে জলবদ্ধতার সৃষ্টি না হয়, সেজন্য ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে। সাতৈর ইউনিয়নের ডোবরা আশ্রয়ন প্রকল্প ঘেঁষা একটি জলাশয় থাকায় ভবিষ্যতে ঝুঁকি এড়াতে নির্মাণ করা হয়েছে গাইড ওয়াল, যাতে বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে মাটি ধুয়ে গিয়ে ঝুঁকির সৃষ্টি না করে। একই চিত্র দেখা গেছে বাগডাঙ্গা আশ্রয়ন প্রকল্পেও। বোয়ালমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঝোটন চন্দ বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বোয়ালমারীতে গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে দুইকক্ষ বিশিষ্ট ৩১৫টি সেমিপাকা ঘর, যা ইতোমধ্যেই সুবিধাভোগী গৃহহীনদের দুই শতাংশ জমির মালিকানাসহ হস্তান্তর করা হয়েছে। গৃহগুলো নির্মাণশৈলী ও গুণগতমান অনুমোদিত ডিজাইন প্রাক্কলন অনুযায়ী হয়েছে। আমরা কাজগুলো সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করেছি। বৈরী আবহাওয়া, অতি বৃষ্টি, করোনাকালীন প্রতিকূল অবস্থায় শ্রমিক সংকট থাকায় গৃহগুলো নির্মাণে একটু বেগ পেতে হয়েছে। কোথাও সমস্যা সৃষ্টি হলে দ্রুত সেসব সমস্যা সমাধান করে কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করেই নির্মাণ করা হয়েছে এইসব গৃহ। কয়েকটি প্রকল্পে বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানিতে জলাবদ্ধতা হতে পারে, তাই নির্মাণ করা হয়েছে জলনিষ্কাশন ড্রেন ও গাইড ওয়াল। ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ সম্পন্ন করে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায়নি, বরং আগামী দিনগুলোতে এই পরিবারগুলোর পাশে থাকতে বোয়ালমারী উপজেলা প্রশাসন বদ্ধপরিকর।

প্রধানমন্ত্রীর ঘর উপহার পেয়ে নতুন জীবন বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখছে ওরা

॥ হারুন আনসারী ॥

'আমার ইট্টু জমি হবে, একখান ঘর হবে, এই কথা স্বপ্নেও ভাবি ন্যাই। তয় এইবার আল্লাহ মুখ তুইল্যা তাকাইছে। মাইয়াগো নিয়্যা জীবনে এই পথমবারের মতো এট্টা ইদ করবো নিজের ঘরে! আমি অহন নিজের এট্টা ঠিকানা পাইছি।' মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের জমিসহ ঘর পেয়ে এভাবেই তাঁর আনন্দ অনুভূতি জানান বোয়ালমারীর চতুল ইউনিয়নের সুকদেবনগর গ্রামের ৬৫ বছর বয়সী বিধবা নারী রাহেলা বেগম। ২০ বছর আগে তাঁর স্বামী হারেজ মোল্যা মারা গেছেন। খেয়ে না খেয়েই কেটেছে সারাজীবন। স্বামী ছিলেন ভূমিহীন। পৈত্রিক সূত্রেও তাঁর কোন জমি নেই। অসহায় রাহেলা বেগমের নুন আনতে পান্তা ফুরানোর দশা। তাঁর মতো একজন বিধবার ভাগ্যে নিজের জমি আর সেখানে থাকার পাকা ঘর হবে এটি স্বপ্নেও ভাবেননি। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় এপর্যন্ত ফরিদপুর জেলায় ৩ হাজার ৬শ' সাতটি ভূমিহীন ছিন্নমূল পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। আর ওই ঘরের জমিও তাদের নামে কবুলিয়াত দলিল রেজিস্ট্রি করে দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনায় জেলা প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের মাধ্যমে এসব ঘর নির্মাণ করা হয়। ঘরে এরই মধ্যে বরাদ্দপ্রাপ্তরা উঠে পড়েছেন। সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, যাদের মাথার উপরে ছাদ ছিলোনা, ঘরে খাবার ছিলো না, প্রতিদিন যাদের চিন্তা করতে হতো কোথায় থাকবে; সেই মানুষগুলো এখন মাথার উপরে একটি ছাদ পেয়েছে। এর ফলে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে পারবে। আলফাডাঙ্গা উপজেলার 'স্বপ্ননগর' থেকে সদরপুরে 'শত স্বপ্ন নীড়' এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জীবন বিনির্মাণে নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে। সুকদেবনগর গ্রামের ওই আশ্রয়ণ প্রকল্পের আরেকটি ঘরের মালিক আব্দুস সামাদ শেখের স্ত্রী সালেহা বেগম বলেন, 'আমাগের মতো গরিবের জীবনতো পথে পথেই শ্যাষ হইয়্যা যায়। কেউ হয়তো বিপদের সময় চাইল, ডাইল, কাপড় দেয়; কিন্তু জমির সাথে ঘর দিয়ার কথা শুনি ন্যাই। আমাগো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাগের জন্য এই ব্যবস্থা কইর‍্যা দিছে। আমরা তাঁর প্রতি চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ উনারে আরো অনেকদিন বাঁচায় রাখুক।

সদর উপজেলার কানাইপুরে ইব্রাহিমদি গ্রামের আশ্রয়ন প্রকল্পে গিয়ে দেখা গেলো সেখানে সাতটি সারিতে ২৮টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ঘরগুলোতে এরই মধ্যে অনেকেই বসবাস শুরু করেছেন। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেলো সেখানকার বাসিন্দারা কেউ ঘর গোছাচ্ছেন, কেউ রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। ঘরের কোনার জমিতে এরই মধ্যে নানাজাতের ফুলের গাছসহ ফলজ ও বনজ গাছ রোপন করেছেন অনেকে। সর্বোচ্চ যাচাই-বাছাই করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একেবারে হতদরিদ্রদেরকেই বাছাই করে এসব ঘরের তালিকা পাঠানোর পরে সে অনুযায়ীই বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রকৃত অর্থেই বাস্তবায়ন হয়। এইসব পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলোকে বিভিন্ন সময়ে সরকারের দেয়া ভিজিডিসহ নানা সাহায্যসহ কোভিড-১৯ এর জন্য মানবিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, সদাশয় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই কেননা আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেকটা ঘরের নরনারী একটি নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে। যেই জীবনের স্বপ্নের হাতছানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের দেখিয়েছেন। সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তাদের মুখে স্বর্গীয় আভা দেখতে পেয়েছি। তিনি বলেন, একটি নিরাপদ ভিত্তি পেয়ে তারা এখন ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করানোর স্বপ্ন দেখছে। নিজের একটি স্থায়ী ঠিকানা তারা খুঁজে পেয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের মৌলিক অধিকার বাসস্থান নিশ্চিত হয়েছে। আর যখন বাসস্থান নিশ্চিত হয়েছে তখন তাদের চিকিৎসা, শিক্ষা ও খাদ্যের নিশ্চিয়তা তৈরি হয়েছে।

প্রতিবেদকগণঃ
* প্রবীর কান্তি বালা (পান্না বালা)- স্টাফ রিপোর্টার, প্রথম আলো, ফরিদপুর
* হারুন আনসারী- সম্পাদক, ফরিদপুর টাইমস, ফরিদপুর
* লিয়াকত হোসেন- উপজেলা প্রতিনিধি, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, বোয়ালমারী, ফরিদপুর

Atul Sarkar: An Exceptional Deputy Commissioner and His Activities

Professor Mohammad Shahjahan

Activities seem to be his only pursuit; meditation and knowledge. This work-mad man has been working tirelessly from morning till late at night to solve the various adversities of the society as well as to fulfill all the government responsibilities entrusted to him. If he can't pick up the phone immediately, call back later, ask for the well-being of the people you want to meet, try your best to solve their problems or sufferings, extend a helping hand to poor and meritorious students, helpless and backward people, ensure medical care for the needy.

Working as a front liner with the entire team of the district administration, including providing all necessary assistance to the doctors and health workers of the health department during the Corona period, arranging funerals for the dead, day and night when global disasters strike and general holidays were declared. In turn, he and his team have delivered various types of humanitarian aid collected from government and private initiatives from house to house on behalf of the distressed and helpless people. Of late flood hit were ensured all kinds of assistance provided by the government, from cooked food to dried food and cattle feed, to the people of flood hit area.

Government services have achieved significant success in digitization to reach the doorsteps of the people quickly. He has implemented various innovative activities including e-document management 06 (six) times in a row all over the country. In order to enable people to get land acquisition money quickly and without any hassle, they have introduced digital payment system instead of the current manual system. Vested property management all the activities of Namjari including delivery of pamphlets from the record room are being carried out online. At present, people are getting the desired service at home. Despite the severe manpower crisis, the officials of the Land (Revenue) Administration are working day and night to provide services to the people who are expecting services. Apart from implementing all the agendas of the government, the Deputy Commissioner and his team, which is already known all over the country as "Team Faridpur", are constantly engaged in the overall welfare of the people of the society. Yes, the person I have been talking about for so long is Mr. Atul Sarkar, Deputy Commissioner and District Magistrate of Faridpur District.

He has been in this district for only a year and a few months. Immediately after his arrival, during the exchange of views with people from different walks of life, it was seen that this fearless, determined and good-natured man has various dreams and innovative ideas which he is set to implement in Faridpur. He wants to make Faridpur one of the top districts in the country in the field of art, literature, education and benevolence. He started his development vision by proposing to build "International Space Observation Tower in the name of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman" and "Science City" at the intersection of 90 degree latitude and longitude in Bhanga upazila of Faridpur district in a meeting with Hon'ble Prime Minister at the 2019 Deputy Commissioners Conference which is currently under implementation.

The people's representative through religious leaders and volunteers to carry out a massive campaign and awareness campaign to prevent global disasters, to ensure the smooth implementation of various projects under implementation to prevent river erosion, as well as several other important proposals to the government with the concerned department. One of the proposals is to protect the houses entangled with its memory and to protect the vast area of Alfadanga Upazila from demolition.

A new impetus has already been created all over Faridpur due to the various steps taken and implemented by the Prime Minister in the light of all the directives and policies of the government including Vision 2021, Vision 2041, Election Manifesto 2018 and 31 point directives of the Hon'ble Prime Minister to prevent Corona. The new light of the new day and the visible dream of a developed and prosperous Bangladesh have been infused in everyone's mind. He has come up with a new slogan with the utmost importance on education and that is "My district Faridpur will be Shikshanagar." 100+ initiatives (100+) in all departments of Faridpur district to commemorate Mujib Year with the promise of Mujib Year and provision of land and houses for all landless and homeless as per the directions of Hon'ble Prime Minister, Liberation War and Bangabandhu Library in every Union Initiatives) have been adopted. Besides, special initiative has been taken to preserve the memories of Bangabandhu and Liberation War for future generations by specially identifying them in Faridpur district, which is associated with the memory of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the greatest Bengali nation of all time.

Besides, special initiatives have been taken to preserve the memories of Bangabandhu and the Liberation War for future generations in Faridpur district, which is associated with the memory of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the greatest Bengali nation of all time, including the Bangabandhu Memorial Complex under the Ministry of Liberation War at Ambika Maidan. The following is a brief overview of some of the many works that have been implemented and are being implemented in the fast one year.

Bringing the light of life by eight annas

A book fair is a bright field for developing the interest of students in reading books as well as other books and for the full development of the culture. Through the book fair, a close bond is formed between the student and the book, which has been successfully implemented through the organization of the book fair for the first time in Faridpur district through an exceptionally innovative program titled "Buying the light of life in eight annas". This book fair is being organized with only 50 paisa (eight annas) per month from every student studying in Faridpur from their accumulated Tiffin money. Through this exceptional program, students are able to feel that it is possible to organize a book fair for a small fee. In fact, by adding more money collected locally to the money collected from the students, it has been planned to provide it as a scholarship among the poor and meritorious students. In addition, initiatives have been taken to honor the best educational institutions and the best teachers. In order to make this activity permanent, an initiative has been taken to form a trust called "Jnaner Alo Trust" through which book fairs will be organized every year, scholarships will be given to poor and meritorious students, best educational institutions and best teachers will be selected. This year, the Faridpur Book Fair was organized at the traditional Ambika Maidan on 1-6 Falgun (February 14-21) in a very stylish atmosphere with the theme 'Buying the light of life in eight annas'. Although organized by the district administration, the book fair has been handed over to all the students of the district. Its main objective is to make this fair a fair of students' lives and to create a close bond between students and book fairs so that knowledge-thirsty students can develop their inner divinity through reading books. The fair had 31 stalls as well as discussion meetings, debate competitions and dance and music performances by artists from local educational institutions. There are plans to organize this fair on a larger scale every year.

Digitization in service delivery

Among the services provided to the public by the district administration for the implementation of Prime Minister Sheikh Hasina's 'Digital Bangladesh: Vision 2021' are a number of services such as issuing leaflets from record rooms, renewal of all types of dealing licenses, official communication, e-mutation. Instead being provided through digital management. A platform titled 'Online Chandina VT and VP Property Management System', and 'Smart Arms License Management' have already been prepared for Hatbazar management. The aim is to digitize all the services provided by the district administration. To this end, several teams of the district administration are working on different agendas. From the beginning of the Corona attack, all the activities of the district administration including seminars, discussion meetings, various monthly meetings, public hearings were carried out using the online platform with the aim of continuing the official activities in the Corona epidemic.

Construction of Mujib barsho Park and Bangabandhu and Liberation War Library

In every upazila of Faridpur district in which the memory of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest father of the Bengali nation of all time, is enshrined in Mujibvarsha, it has been decided to build a spectacular park called Mujibvarsha Park in its own place or around the Upazila Parishad which is already nearing completion. As a result, the service seekers coming to the Upazila Parishad will get the opportunity to enjoy the services of the concerned government department as well as a beautiful environment.

Similarly, in the 61 Union Parishads of the district, an initiative has been taken to set up a two-room library called "Bangabandhu and Liberation War Public Library" in any unused room or in place of the Union Parishad with its own funds. By doing so, local students and knowledge-thirsty people will be able to easily know the real history of the liberation war, Bangabandhu and Bangladesh. This activity has already been completed in 08 unions. This special initiative will further pave the way for the development of healthy cultural activities at the village and union level and will be able to play an important role in preventing drugs, terrorism and bigotry.

Team Faridpur, led by Deputy Commissioner Atul Sarkar, is working round the clock with the aim of making all the efforts of the Hon'ble Prime Minister to make the dream of the Father of the Nation a golden Bengal a reality. Probably similar development has started in other districts of Bangladesh. But all the exceptional and innovative steps taken and implemented by the Deputy Commissioner Atul Sarkar in just one year deserve unique praise in any trial. It is the expectation of all that the employees of the Republic will serve the people and the state with their honesty, courage and justice. Best wishes to Deputy Commissioner Atul Sarkar and his team "Team Faridpur".

Contd ..... (Professor Md. Shahjahan, Retired Principal & Advisory Editor-English, Barta24.com)

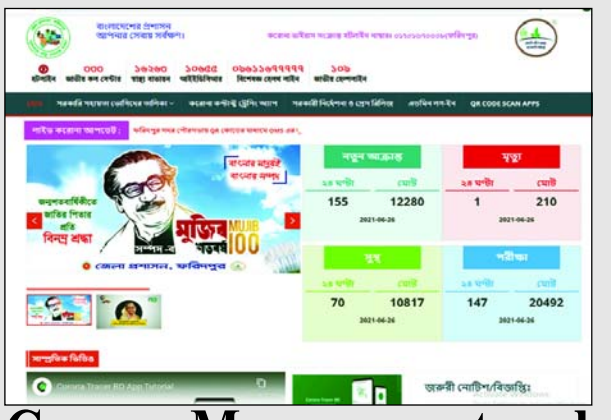

Corona Management and Relief Operation Software

The biggest challenge facing the world in 2020 is to prevent the spread of the global epidemic of corona virus and to control its outbreak. A website titled 'Faridpur Corona Management and Relief Operation' (www.fcmro.com) has been launched at the initiative of the district administration with the objective of formulating proper action plan, creating public awareness, coordinating overall activities including conducting humanitarian aid activities to address this corona challenge. This website is keeping a list of people receiving and receiving humanitarian aid on the one hand and the number of corona infected patients in the district, their test information, number of people released from corona, stay in home quarantine and number of people released from home quarantine is being updated regularly. In addition, the data on the distribution of humanitarian assistance to the victims of the Corona epidemic is being updated regularly through the creation of a database. Anyone infected with Corona or in need of humanitarian assistance can easily communicate with the district administration through this website or through the hotline provided on the website. Due to the information of the upazila-based corona victims, the residents of a particular area are able to take awareness measures according to their position. This website, which is in keeping with the central website, has already been able to get a wide response in the district. This website has been designed in such a way that it can be used for any other disaster and relief management in the future.

Automated Compensation Payment System

One of the important tasks undertaken by the district administration is to acquire land for developmental works and to provide transparent and expeditious payment of compensation to the land and establishments of those whose land is acquired. Automated Compensation Payment System (www.la.id.bid) has been developed by the district administration, Faridpur to provide compensation to the victims of online acquisition process in order to reduce the suffering of the victims of land acquisition and reduce the TVC (Time, Value, Cost) of the acquisition process. Done. Through this, the person affected by the land acquisition can know the status of his compensation check at home, if there is any complaint, it can be brought to the notice of the concerned authorities immediately and the date and time of receipt of the check is also informed through mobile message. In addition, the automatic preparation of rewards and checks from dagsuchi and khatian numbers has ensured such transparency and accountability on the one hand and the possibility of error on the other hand has come down to almost zero.

Provision of land and houses to the landless

The district administration has taken initiative to provide 323 acres of khas land to 200 landless people in Faridpur district to implement the promise of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina on the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So far, 555 landless people have been given 6 acres of khas land settlement. Besides, 3607 families of the district have been rehabilitated through Guchhgram and Asrayan projects on the occasion of 'Mujib Year'. All the landless and homeless people of the district will be rehabilitated with the highest priority on this priority project of the Hon'ble Prime Minister.

District Land Management Academy (DLMA)

There is no integrated training system anywhere in the country for the officers involved in land management including Union Land Assistant, Deputy Assistant, Surveyor, Kanungo, Assistant Commissioner (Land). Due to lack of proper academic and practical as well as hands-on training, there is a kind of stagnation among the officials involved in district level land management. In order to overcome this situation, an initiative has been taken to set up a training center called "District Land Management Academy" on 05.00 acres of land in Sadarpur upazila of the district for training of officers / employees involved in land management. In this case, the government will not need too much money at the initial stage. The academy is being set up by planting trees, creating gardens and constructing training rooms on the land of local Khas Khatian No. 01. Under the supervision of the Deputy Commissioner, at least 2 times a year weekly camps will be organized for the officers / employees involved in land management. This will increase the work ethic among the concerned employees on the one hand and further improve the overall land management through mutual interaction on the other hand. A letter has already been sent to the land ministry for approval.